উম্মতে-মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্যাবলী

خصائص الأمة المحمدية

মূল উর্দু
শায়খ মাকসূদুল হাসান আল-ফাইযী
অনুবাদ
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين....وبعد:

'উম্মতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য' বইটির মূল চিন্তা ও প্রণয়ন উর্দু লেখক শায়খ মাকসূদুল হাসান ফাইযী সাহেবের। তাঁরই অনুমতিক্রমে আমি বাংলার লেবাস পরিয়েছি। তবে ঠিক অনুবাদরূপে নয়। নিজস্ব ভাষা-প্রয়োগের স্বাধীনতার সাথে নিজস্ব অনুক্রমে বিষয়গুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়েছি। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন যে, বইটির কিছু কথা আছে, যা বর্তমান স্পর্শকাতর পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় না। তাই আমি বইটির সবকিছু নিতে সক্ষম হইনি। মহান আল্লাহ তাঁকে জাযা-এ-খায়র দান করুন এবং তাঁকে ও আমাকে তাঁর অসীম রহমতের প্রশস্ততায় স্থান দান করুন। আমীন।

আমাদের গর্বের বিষয় যে, আমরা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সেই উম্মত হতে পেরে মহান প্রতিপালকের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া। প্রত্যেক উম্মতীর এই গর্ব হওয়া উচিত, বিশেষ ক'রে এই বক্ষমাণ পুস্তিকা পাঠের পর। যেহেতু অনেক সময় মানুষ নিজের কদর নিজেই বোঝে না। নিজের ভিতরে যে সৌভাগ্যের ভান্ডার আছে, তা সে উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। কিন্তু বোঝানোর পর জ্ঞানী মানুষ নিজেকে মূল্যায়ন করে এবং নিজের কদর নিজে বোঝার পর তার হিফাযত করে। সেই কদর ও বৈশিষ্ট্য যাতে কোনও ভাবে ক্ষুণ্ন

না হয়, সেই মানসে শত-সহস্র প্রচেষ্টা জারী রাখে। নিজের মর্যাদাকে মলীন হতে না দিয়ে সমুজ্জ্বল রাখতে বহুবিধ প্রয়াস চালিয়ে যায়। মহান আল্লাহর কাছে সকাতর প্রার্থনা লেখক-অনুবাদক-পাঠক সকলকেই যেন সেই তওফীক দান করেন, যাতে সকলেই নিজ নিজ আত্মমর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখে। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
২০ রমযান ১৪৩৮
১৫ জুন ২০১৭

সূচিপত্র

(১) এ উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত
(২) মধ্যমপন্থা
(৩) সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী
(৪) উম্মতের উলামা নবীর ওয়ারেস
(৫) এ উম্মতের জন্য দ্বীন সহজ
(৬) দ্বীনের পরিপূর্ণতা
(৭) এ উম্মতের ধর্মগ্রন্থ সুরক্ষিত
(৮) এ উম্মাহর শরীয়তের ব্যাপকতা
(৯) এ উম্মাহর আদ্যান্তে কল্যাণ
(১০) কোন ভ্রষ্টতায় একমত হবে না
(১১) শতবর্ষে সংস্কারকের আবির্ভাব
(১২) সর্বগ্রাসী আযাব থেকে নিরাপত্তা
(১৩) এ উম্মতকে শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না
(১৪) এ উম্মতের প্রতি যালেমের বিশেষ জাহান্নাম
(১৫) এই উম্মাহ সৎ-অসতের সাক্ষী
(১৬) পাপ-চিন্তা ধর্তব্য নয়
(১৭) ভুলবশতঃ কৃত অপরাধ ক্ষমার্হ
(১৮) সালাম
(১৯) ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদীদের 'আমীন' বলা
(২০) সাপ্তাহিক ঈদের জন্য সঠিক দিনের দিশা
(২১) সঠিক ক্বিবলার দিশা
(২২) ভূপৃষ্ঠের পবিত্রতা

(২৩) নামাযে কাতার বাঁধা
(২৪) এশার নামায
(২৫) শবেক্বদর
(২৬) হজ্জের বিশ্ব-সম্মিলন
(২৭) সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত
(২৮) সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান
(২৯) যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বৈধতা
(৩০) শহীদ-সংখ্যার আধিক্য
(৩১) কিয়ামতের ময়দানে পৃথক বৈশিষ্ট্য
(৩২) সবার আগে হিসাব নেওয়া হবে এই উম্মতের
(৩৩) এ উম্মত অন্য নবী ও উম্মতের জন্য সাক্ষী
(৩৪) এ উম্মতের বহু কাবীরা গোনাহও ক্ষমার্হ
(৩৫) এ উম্মত করুণাপ্রাপ্ত উম্মত
(৩৬) পরিশ্রম কম পারিশ্রমিক বেশি
(৩৭) বহু উম্মতীর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ
(৩৮) সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবে এই উম্মত
(৩৯) সর্বপ্রথম জান্নাত প্রবেশ করবে এই উম্মত
(৪০) জান্নাতে এই উম্মতের সংখ্যা সবার চাইতে বেশী হবে
পরিশিষ্ট, আমাদের কর্তব্য

(১)
এ উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত

মহান আল্লাহর এ বিশ্ব-রচনা করার পর বহু সৃষ্টি অস্তিত্বে এসেছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে মানুষকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষের মাঝে মু'মিনদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। মু'মিনদের মধ্যে নবীগণকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে মর্যাদা দান করেছেন।

মহান আল্লাহ ইনসাফের সাথেই কিছু সৃষ্টিকে কিছু সৃষ্টির উপর এবং কিছু মানুষকে কিছু মানুষের উপর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান ক'রে থাকেন। বনী ইস্রাঈলের যুগে তাদেরকেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছিলেন। সমসাময়িক কালে তারাই ছিল মু'মিন এবং তারাই ছিল পৃথিবীর সর্বোপরি। মহান আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে দ্বীনী ও দুনিয়ার এমন বহু নিয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন, যা তখনকার পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে প্রদান করেননি। অবশ্য এ কথা আলাদা যে, দুর্ভাগ্যবান সেই জাতি সেই সকল নিয়ামতের কদর করেনি।

মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর সেই সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছেন ও কৃতজ্ঞ তথা অনুগত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থে উল্লেখ ক'রে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (٤٧) سورة البقرة

"হে বনী ঈস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার

দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।" (বাক্বারাহ ঃ ৪৭, ১২২)

মহান আল্লাহ তাদের প্রতি প্রেরিত রসূলের প্রমুখাৎ সেই সকল নিয়ামত তথা শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ} (٢٠) سورة المائدة

"(স্মরণ কর) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত অনুগ্রহকে স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে আম্বিয়া সৃষ্টি করেছেন ও তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন কিছু দান করেছেন, যা বিশ্বজগতে আর কাউকেও দান করেননি।" (মায়িদাহ ঃ ২০)

{قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ} (١٤٠) الأعراف

"সে আরো বলল, 'আমি কী আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য উপাস্য খুঁজব, অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?" (আ'রাফ ঃ ১৪০)

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ইতিহাসে বনী ইস্রাঈল ছিল তাদের যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু তারা মহান প্রতিপালকের অবাধ্যাচরণ ও বিরুদ্ধাচরণ ক'রে সেই গৌরব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছিল।

বহু শতাব্দীর পর বিশ্বজাহানের করুণা হয়ে এলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। মহান আল্লাহ তাঁর উম্মতকে দান করলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদার উপাধি দিয়ে ঘোষণা করলেন,

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} (١١٠) سورة آل عمران

"তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস রাখবে।" *(আলে ইমরান ঃ ১১০)*

অবশ্যই ঈমান হল মৌলিক শর্ত। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হবে তারা, যারা হবে প্রকৃত মু'মিন। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } (١٣٩) آل عمران

"আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা মু'মিন হও।" *(আলে ইমরান ঃ ১৩৯)*

উম্মতে মুহাম্মাদী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(أُعْطِيتُ أَرْبَعًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ).

"আমাকে চারটি জিনিস দেওয়া হয়েছে, যা আল্লাহর নবীদের কাউকে দেওয়া হয়নি। আমাকে পৃথিবীর চাবিসমূহ দান করা হয়েছে, আমার নাম আহমাদ রাখা হয়েছে, মাটিকে আমার জন্য পবিত্র হওয়ার উপকরণ করা হয়েছে এবং আমার উম্মতকে সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ বানানো হয়েছে।" *(আহমাদ ৭৬৩, ১৩৬১, বাইহাক্বী ৯৬৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৩১৬৪৭, সিঃ সহীহাহ ৩৯৩৯নং)*

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(إِنَّكُمْ تَتِمُّونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ).

"অবশ্যই তোমরা উম্মতের সত্তর সংখ্যা পূরণ করবে, তোমরাই হবে তাদের সকলের শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর নিকট সকলের চাইতে বেশি

মর্যাদাবান।” *(আহমাদ ১১৫৮৭, তিরমিযী ৩০০১, ইবনে মাজাহ ৪২৮৮, হাকেম ৬৯৮৭নং)*

মানব জাতির সত্তর দলের মধ্যে সর্বশেষ দল হল উম্মতে মুহাম্মাদী। অথচ মানবমন্ডলীতে এ উম্মত কালো ষাঁড়ের পিঠে একটি সাদা লোমের মতো। আর সেই উম্মত হল সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। এমন গৌরবের কথা কি জানে প্রত্যেক মুসলিম? কতজন মুসলিমই বা এমন গৌরব নিয়ে গর্ববোধ করে?

(২)
মধ্যমপন্থা

মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীকে মধ্যমপন্থার বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪৩ আয়াত)*

আর মধ্যমপন্থা হল চরমপন্থা ও নরমপন্থার মাঝামাঝি পন্থা। সুতরাং মুসলিম হবে মধ্যমপন্থী। না কড়াপন্থী হবে, আর না ঢিলেপন্থী। অতিরঞ্জন ও অবহেলার মাঝামাঝি পথ। কার্পণ্য ও অপব্যয়ের মধ্যবর্তী রাস্তা।

সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত নবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)).

“নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার

উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।” (বুখারী ৩৯নং)

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا)).

“তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।”

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত করে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে অনায়াসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

যাঁরা মহানবী ﷺ-এর জীবনী সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল, তাঁরা অবশ্যই সাহাবাবর্গের সাথে তাঁর সরল আচরণ জানেন। সে আচরণে কোন প্রকার কঠিনতা নেই। এই বৈশিষ্ট্যই উম্মতকে করে তোলে অনবদ্য। পক্ষান্তরে এই বৈশিষ্ট্য হারালেই উম্মত নানা লাঞ্ছনার শিকার হয়। এই বৈশিষ্ট্যেই রয়েছে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। এতেই রয়েছে হিকমত ও প্রজ্ঞাবত্তা।

(৩)
সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী

এই উম্মতের একটি বিশাল সংখ্যার জামাআত সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী লাভ করেছেন। কোটি-কোটি বৎসরের এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ পেয়েছিলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সহচর তথা অনুসারিগণ।

মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর সর্বশেষ নবী ﷺ-কে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে প্রেরণ করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন,

(بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ).

অর্থাৎ, আমি আদম-সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে প্রেরিত হয়েছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে সেই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছি, যা আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। *(বুখারী ৩৫৫৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী আমার শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী (এর লোকেরা)। *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৬৯৯নং)*

অন্যান্য বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ নিজের শতাব্দীর পর আরো তিন শতাব্দীকে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। *(দেখুন ঃ আহমাদ ৫/৩৫০, আস-সুন্নাহ ইবনে আবী আস্বেম ১৪৭৩, সিঃ সহীহাহ ১৮৪১নং)*

একই অর্থে আরো একটি হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের কোন্ লোকেরা সর্বশ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, "আমার এবং আমার সমবয়স্কদের শতাব্দীর।" সাহাবাগণ বললেন, 'তারপর কোন্ লোকেরা?' তিনি বললেন, "দ্বিতীয় শতাব্দীর।" তাঁরা বললেন, 'তারপর কারা?' তিনি বললেন, "তৃতীয় শতাব্দীর।" *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আস্বেম ২/৬২৯, ১৪৭৮নং, ত্বাবারানীর কাবীর ৬/৪৪, ৫৪৬০নং, শারহু মুশকিলিল আষার, ত্বাহাবী ৬/২৬৪)*

অর্থাৎ, সাহাবাদের যুগ, তাবেঈনদের যুগ, অতঃপর তাবা-তাবেঈনদের যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। আর শ্রেষ্ঠত্বের সেই যুগ শেষ হয়েছে প্রায় ২২০ হিজরীতে। *(ফাতহুল বারী ৭/৮- ১০)*

তবে সেই শ্রেষ্ঠত্ব থেকে তারা দূরে নয়, যারা তাঁদের সত্যিকারের অনুসারী।

(৪)
উম্মতের উলামা নবীর ওয়ারেস

এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তার উলামাগণ নবী ﷺ-এর ওয়ারেস ও উত্তরাধিকারী। অন্যান্য উম্মতের লোকেদের এমন মর্যাদা ছিল না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كَانَتْ بَنُو إسرَائِيلَ تَسُوسُهُم الأَنبِيَاء ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ)).

"বানী ইস্রাঈলদের (দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের কাজ) পরিচালনা করতেন নবীগণ। যখনই কোন নবী মারা যেতেন, তখনই অন্য আর

এক নবী তাঁর প্রতিনিধি হতেন। (জেনে রাখ) আমার পর কোন নবী নেই, বরং আমার পর অধিক সংখ্যায় খলীফা হবে।" *(বুখারী ৩৪৫৫, মুসলিম ৪৮৭৯নং)*

অর্থাৎ, যখনই বনী ইসরাঈলের মাঝে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ও ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছে, তখনই মহান আল্লাহ তাদের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য নবী প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে পাপাচরণ থেকে বাধা দেওয়ার জন্য, মন্দ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্য এবং তাওরাত ও ইনজীলে সংঘটিত বিকৃতি ও পরিবর্তনের সংশোধনের জন্য যুগে যুগে নবী প্রেরিত হয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৪৯৮)

বলা বাহুল্য, সংস্কার ও সংশোধনের যে কাজ বানী ইসরাঈলের নবীগণ করতেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর সেই কাজ শাসকদল ও উলামাগণ ক'রে থাকেন। শাসকদল পথচ্যুত হলে উলামার উপর সে দায়িত্ব বহাল থাকে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ)).

'উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রার কাউকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্‌মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পর্যাপ্ত অংশ লাভ করল।" *(আবু দাউদ ৩৬৪৩, তিরমিযী ২৬৮২, ইবনে মাজাহ ২২৩, ইবনে হিব্বান ৮৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৬৯৬, সহীহ তারগীব ৬৭নং)*

এ এক বিশাল মর্যাদা। উম্মতের আলেম হলেন নবীর নায়েব,

রসূলের প্রতিনিধি, পয়গম্বরের ওয়ারেস ও উত্তরসূরি। নিশ্চিতভাবে মহান আল্লাহর নিকটে তিনি মর্যাদাপ্রাপ্ত, বান্দাগণের মধ্য হতে তিনি নির্বাচিত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ} (٣٢) فاطر

"অতঃপর আমি আমার দাসদের মধ্যে তাদেরকে গ্রন্থের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটিই মহাঅনুগ্রহ।" (ফাত্বির ঃ ৩২)

তিনি আরো বলেছেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (١١) سورة المجادلة

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (মুজাদালাহ্ ঃ ১১)

(৫)
এ উম্মতের জন্য দ্বীন সহজ

এই উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ এই যে, তিনি তার জন্য দ্বীনকে বড় সহজ ক'রে দিয়েছেন।

এ দ্বীন পালনে কারো কষ্ট ও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। বান্দাকে কষ্ট

দেওয়ার জন্য মহান প্রতিপালক এ দ্বীন দান করেননি। তিনি বলেন,

{ طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى } [طه : ١]

অর্থাৎ, ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। *(সূরা ত্বাহা ১-২ আয়াত)*

এ দ্বীনে আছে উদারতা ও প্রশস্ততা। এতে কঠিনতা ও সংকীর্ণতা নেই। আকীদা, ইবাদত ও আখলাকে এ দ্বীনকে মানুষের প্রকৃতির সাথে সুসমঞ্জস করা হয়েছে। কারো উপর তার ক্ষমতার বাইরে বোঝা চাপানো হয়নি। কেউ তার সাধ্যের বাইরের কোন কাজ করুক, তা চাওয়া হয়নি। সামর্থ্যে কুলায় না এমন কাজ কাউকে করতে বলা হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ} (٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান না। *(সূরা মাইদাহ ৬ আয়াত)*

{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٧٨) سورة الحج

অর্থাৎ, তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি। *(সূরা হাজ্জ ৭৮ আয়াত)*

{يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا} (٢٨) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের ভার লঘু করতে চান। আর মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল। *(সূরা নিসা ২৮ আয়াত)*

{ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة : ١٨٥]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিনতা তাঁর কাম্য নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াত)*

সারা বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত নবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দেবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী ৩৯নং)*

সে নবীর অনুসরণে রয়েছে সরলতা। পূর্ববর্তী জাতির উপর যা বোঝা ছিল, তা এ জাতির জন্য হাল্কা। সেই নবীর কিছু গুণ বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

"যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দ্বীন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?' তিনি বললেন,

((الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ)).

"একনিষ্ঠ সরল।" *(আহমাদ ২১০৭, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "আমি ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের রীতি-নীতি দিয়ে আমি প্রেরিত হইনি, বরং আমি প্রেরিত হয়েছি একনিষ্ঠ সরল দ্বীন দিয়ে।" (আহমাদ ৫/৬৬৬, ত্বাবারানীর কাবীর ৭১২৮, সিঃ সহীহাহ ২৯২৪নং)

দ্বীন পালন সহজ করা হয়েছে মহান আল্লাহর বিধানে। সরলতা ও অনুমতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে উম্মতীকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি অপছন্দ করেন যে, তাঁর অবাধ্যতা করা হোক।" *(আহমাদ ৫৮৬৬, ৫৮৭৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ تُقْبَلَ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ)).

"মহান আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তাঁর অনুমতিসমূহ গ্রহণ করা হোক; যেমন তিনি পছন্দ করেন যে, তাঁর ফরযসমূহ পালন করা হোক।" *(বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান ৩৫৪নং, বাযযার প্রমুখ)*

এখন শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে সরলতার কিছু নমুনা লক্ষ্য করুন ঃ-

(ক) হত্যা-অপরাধের ব্যাপারে সরলতা

পূর্ববর্তী জাতির বিধানে কেউ কাউকে খুন করলে তার শাস্তিতে কেবল খুনের বদলে খুনই ছিল। যদি কোন ব্যক্তি কারো চোখ নষ্ট ক'রে দিত, তাহলে তার শাস্তিতে তারও চোখ নষ্ট করার বিধান ছিল। এ ছিল ইয়াহুদীদের বিধানে। পক্ষান্তরে খ্রিস্টানদের বিধানে ছিল কেবল ক্ষমা। চোখ নষ্ট করার বিনিময়ে অথবা খুন করার বিনিময়ে কেবল ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনই ছিল বিধান। মধ্যবর্তী কোন তৃতীয় পথ তাদের মধ্যে খোলা ছিল না। ইয়াহুদীদের মাঝে ক্ষমাশীলতা ও জরিমানা বা রক্তপণ নেওয়ার কোন বিধান ছিল না। যেমন খ্রিস্টানদের মাঝে খুনের বদলে খুন অথবা জরিমানা বা রক্তপণ নেওয়ার কোন পথ খোলা ছিল না। শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধানে এল সেই তৃতীয় পথ, যাতে ছিল সরলতার সুন্দর নমুনা। মহান আল্লাহ সেই শাস্তির বিধানে অভিযোগকারীর জন্য তিনটির মধ্যে যে কোন একটি পথ বেছে নেওয়ার এখতিয়ার দিলেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١٧٨) سورة البقرة

"হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত। এ তো তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এর পরও

যে সীমালংঘন করে, তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।" *(বাক্বারাহঃ ১৭৮)*

ইবনে আব্বাস ﷺ উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন, বনী ইস্রাঈলের সমাজে খুনের বদলা খুনই ছিল, রক্তপণ নেওয়ার কোন বিধান ছিল না। তাই মহান আল্লাহ এই উম্মতকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "হে বিশ্বাসিগণ! নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য ক্বিস্বাসের (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) বিধিবদ্ধ করা হল; স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে, প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করা ও সদয়ভাবে তার দেয় পরিশোধ করা উচিত।" এর উদ্দেশ্য হল রক্তপণ গ্রহণ ক'রে খুনীকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া এবং সেই রক্তপণ আদায়ে নম্রতা, সরলতা ও স্বাভাবিকতা বজায় রাখা। আর এটাই হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। (দ্রঃ বুখারী ৪৪৯৮নং, তফসীর ইবনে কাষীর ১/২৮৬, ফাতহুল বারী ১১/২৭২)

(খ) পবিত্রতার সরল বিধান

বনী ইস্রাঈলের সমাজে বিধান ছিল, কাপড় বা দেহের চামড়ার কোন অংশে পেসাব লাগলে তা কেটে ফেলতে হতো। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ক্ষেত্রে বিধান হল, যে অংশে পেসাব লাগবে, সেই অংশ ধুয়ে পেসাব দূর করলেই যথেষ্ট। আব্দুর রহমান বিন হাসানাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন তাঁর হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি সেটাকে সামনে রেখে পেসাব করতে বসলেন। তা দেখে একজন বলল, 'উনাকে দেখো, যেন কোন মহিলা পেসাব করছে!' নবী ﷺ তার কথা শুনে ফেললেন। অতঃপর পেসাব করা শেষ হলে তিনি বললেন,

« أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِىَ صَاحِبُ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ ».

"তোমরা কি জানো না, বনী ইস্রাঈলের এক ব্যক্তির কী ঘটেছিল? ওদের কারো পেসাব লেগে গেলে সেই অংশ (কাঁইচি দিয়ে) কেটে ফেলত, যে অংশতে পেসাব লেগে যেতো। কিন্তু সেই ব্যক্তি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করল। তার ফলে তাকে তার কবরে আযাব দেওয়া হল।" (আবূ দাউদ ২২, ইবনে মাজাহ ৩৪৬নং, নাসাঈ ১/৩৮-৩৯, আরো দেখুন ঃ বুখারী ২২৬, মুসলিম ২৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৪/৩৯৬)

(গ) বিবাহ ও তালাকে সরলতা

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, মহান আল্লাহ শেষ নবী ﷺ-কে সবচেয়ে উত্তম শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাকে একনিষ্ঠ সরল দ্বীন বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَة).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দ্বীন হল একনিষ্ঠ সরল। *(আহমাদ ২১০৮, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮১নং)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ মুসলিমদের জন্য বিবাহিতা ও মালিকানাধীন মহিলার সাথে মিলনকে হালাল করেছেন। জ্ঞাতব্য যে, দাসত্বের মূল বুনিয়াদ হল যুদ্ধে বন্দী হওয়া। আর গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য হালাল করা হয়েছে, যা অন্য কোন উম্মতের জন্য হালাল ছিল না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ».

"আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি।

(১) এক মাসের পথ চলার মত দূরত্বেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে,

(২) আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়,

(৩) আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না,

(৪) আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে

(৫) অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।" *(বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ১১৯১নং)*

অনুরূপভাবে মুসলিমদের জন্য যেভাবে বিবাহ ও তালাককে সহজ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেইভাবে অন্য কোন উম্মতের জন্য সহজ ছিল না। ইসলামে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করা যায়, কিন্তু খ্রিস্টানরা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করা হারাম মনে করে। তদনুরূপ ওরা যার জন্য বিবাহ হালাল মনে করে, তার জন্য তালাক হারাম ধারণা করে। ইয়াহুদীরা তালাক হালাল মনে করে। কিন্তু তালাকপ্রাপ্তা যদি

অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে, তাহলে তাদের নিকট সেই মহিলা পূর্ব স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়।

মোট কথা এই যে, খ্রিস্টানদের নিকট তালাক বৈধ নয়। আর ইয়াহুদীদের নিকট তালাক বৈধ হলেও তালাকপ্রাপ্তা অন্য স্বামী গ্রহণ করলে সে মারা যাওয়ার পর অথবা তালাক দেওয়ার পরেও পূর্ব স্বামীকে বিবাহ করা হালাল নয়। অথচ মহান আল্লাহ মুসলিমদের জন্য এ সকল কর্ম বৈধ করেছেন। (দ্রঃ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ৩৭/৮৯-৯০)

(ঘ) তওবার ব্যাপারে সরলতা

বনী ইসরাঈলের কেউ গোপনে কোন পাপ করলে সকালে উঠে দেখত, তার বাড়ির দরজায় ঐ পাপের কথা এবং তার কাফ্ফারার কথা লেখা আছে। (তফসীর ত্বাবারী ৭/২২০) তাতে সে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতো। কিন্তু এই উম্মাহর কেউ গোপনে কোন পাপ করলে এবং গোপনে মহান প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি তাকে ক্ষমা ক'রে দেন। এই উম্মাহকে তওবা ও ইস্তিগফারের বিশাল সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

মহান আল্লাহ সকল উম্মতের জন্য তওবার দরজা অবারিত রেখেছেনএবং শর্ত পালনের সাথে সত্য হৃদয়ে তওবা করলে তা গ্রহণ করার ওয়াদাও দিয়েছেন। তবে এই উম্মতের জন্য তওবার ব্যাপারে সেই কঠিনতা রাখেননি, যে কঠিনতা পূর্ববর্তী জাতির তওবার ব্যাপারে রেখেছিলেন। আমরা যদি বনী ইস্রাঈলের তওবার ইতিহাস পড়ি, তাহলে আমাদের প্রাণ কেঁপে উঠবে। তারা যখন বাছুর-পূজা করার মাধ্যমে শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন মূসা ﷺ জাতিকে সতর্ক করলেন এবং দলীল-প্রমাণাদি-সহ তাদের সে কাজের ভ্রষ্টতা প্রকাশ

করলেন। সামেরীর বিভ্রান্তির কথা তুলে ধরে জাতিকে তওহীদের দিকে ফিরে আসতে আহবান জানালেন। অতঃপর তারা যখন নিজেদের ভুল বুঝতে সক্ষম হল এবং সেই বিশাল অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হল, তখন মহান স্রষ্টা ও অদ্বিতীয় উপাস্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন ও তওবা করার ইচ্ছা পোষণ করল। এ ব্যাপারে মূসা ﷺ-এর পরামর্শ নিলে তাদেরকে এমন এক উপায় অবলম্বনের কথা বলা হল, যা ছিল ভয়ানক কঠিন ও দুষ্কর। তাদেরকে বলা হল, এ মহা অপরাধের ক্ষমা পেতে তওবা করতে হলে একমাত্র পথ হল, অপরাধীরা একে অন্যকে হত্যা করবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকট আত্মীয়কে নিজ হাতে হত্য করবে। ভাই নিজ ভাইকে, বাপ বেটাকে ও বেটা বাপকে হত্যা করবে। সুতরাং বনী ইস্রাঈল মহান স্রষ্টার এ নির্দেশ মানতে বাধ্য ছিল। তওরাতের বর্ণনায় আছে যে, এইভাবে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করা হল। অন্য কিছু ইস্রাঈলী বর্ণনা অনুসারে হত মানুষের সংখ্যা এর চাইতে আরো বেশি বলা হয়েছে। অবস্থা এমন এক ভীষণ পর্যায়ে পৌঁছলে মূসা ﷺ ইলাহী দরবারে সিজদাবনত হয়ে বললেন, 'এবার এদের প্রতি তুমি করুণা কর। এদের পাপসমূহকে মাফ ক'রে দাও।' সুতরাং মূসা ﷺ-এর দুআ কবুল হল এবং মহান আল্লাহ বললেন, 'আমি হত ও হত্যাকারী উভয়কে ক্ষমা ক'রে দিলাম। আর যারা জীবিত আছে, তাদের অপরাধও ক্ষমা ক'রে দিলাম। তুমি ওদেরকে বলে দাও যে, তারা আগামীতে যেন শির্কের নিকটেও না যায়। কুরআন কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে উক্ত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ } (٥٤) سورة البقرة

"আর মূসা যখন আপন সম্প্রদায়ের লোককে বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অনাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার দিকে ফিরে যাও (তওবা কর) এবং তোমরা নিজেদের (নিরপরাধ অপরাধী)কে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ৫৪)

(ঙ) রোযার মাসের রাতে পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গমের অনুমতি

পূর্ববর্তী উম্মতের রোযা অবস্থায় পানাহার করার সাথে কথা বলাও নিষিদ্ধ ছিল। যার ফলে তারা রোযা অবস্থায় বিশাল সংকটের সম্মুখীন হতো। কিন্তু এই উম্মতের জন্য মহান প্রতিপালক রোযা অবস্থায় কথা বলা নিষিদ্ধ করেননি।

ইসলামের শুরুতে রোযা ফরয হওয়ার পর এই নিয়ম ছিল যে, যদি কেউ ইফতারীর পরে ঘুমিয়ে যেতো, তাহলে তার জন্য আর কিছু খাওয়া অথবা স্ত্রীসঙ্গম করা অবৈধ হয়ে যেতো। কিন্তু সে নিয়ম মুসলিমদের জন্য বড় কঠিন ছিল। যার ফলে অনেকে কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতো। সুতরাং মহান আল্লাহ উম্মতের প্রতি সদয় হয়ে ফজর উদয় অবধি সময়ে পানাহার ও স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করলেন।

বারা' ﷺ বলেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবাগণের মধ্যে এমন প্রচলিত ছিল যে, রোযা অবস্থায় ইফতারীর সময় হলে কোন লোক ইফতারী করার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে সে রাত্রি এবং পরবর্তী দিনেও সন্ধ্যা (ইফতারীর সময়) না হওয়া পর্যন্ত খেতে পারত না। একদা

কাইস বিন স্বিরমাহ আনসারী রোযা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর ইফতারীর সময় হলে স্ত্রী সহবাস করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে কোন খাবার আছে?' সে বলল, 'না। তবে যাই, আপনার জন্য (খাবারের) ব্যবস্থা করি। তিনি দিনের বেলায় কাজ করতেন। (অপেক্ষা করতে করতে) তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ফিরে এসে ঘুমাতে দেখে বলল, 'আপনি বঞ্চিত হলেন।' অতঃপর দিনের মাঝামাঝি সময় এসে উপস্থিত হলে তিনি জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করা হলে এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (١٨٧) سورة البقرة

"রোযার রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছ। তাই তো তিনি তোমাদের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সঙ্গে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা (সন্তান) লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর; যতক্ষণ কালো সুতা (রাতের কালো রেখা) হতে

উষার সাদা সুতা (সাদা রেখা) স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। আর তোমরা মসজিদে 'ইতিকাফ' রত অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করো না। এগুলি আল্লাহর সীমারেখা; সুতরাং এর ধারে-পাশে যেও না। এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রমযানের রোযা যখন ফরয হল, তখন পুরো রমযান সাহাবাগণ স্ত্রীদের নিকটবর্তী হতেন না। কিছু লোক (সহবাসের মাধ্যমে) আত্মপ্রতারণা করত। সুতরাং মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ ক'রে রোযার বিধান সহজ করলেন।

(চ) সেহরী খাওয়া

আহলে কিতাবদের ধর্মে রোযার জন্য সেহরী খাওয়ার কোন বিধানই ছিল না। রাতে ঘুমিয়ে যাওয়ার পর পানাহার করার কোন বৈধতা ছিল না। আর তার ফলে রোযাদার দিনের বেলায় বেশি দুর্বল হয়ে পড়ত। কিন্তু এই উম্মতের প্রতি সহজ ক'রে মহান আল্লাহ সেহরী খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেহরীতে বর্কত আছে, দিনের নিরম্বু উপবাসের কষ্টে শক্তি আছে---এ কথা জানিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً)).

"তোমরা সেহরী খাও। কেননা, সেহরীতে বর্কত নিহিত আছে।" *(বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ২৬০৩নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

উক্ত বর্কত লাভ বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন ঃ-

১। সেহরী খাওয়ার সুন্নত পালন ক'রে সওয়াব লাভের বর্কত অর্জন।

২। আহলে কিতাবের বিরোধিতা ক'রে সওয়াব অর্জন। যেহেতু শরীয়ত এ উম্মতকে দ্বীনের ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করার নির্দেশ দিয়েছে।

৩। বর্কতময় সেহরীর সময় দুআ ও যিক্‌র পাঠ ক'রে বর্কত অর্জন।

৪। দিনের বেলায় ইবাদতে শক্তি ও সবলতা অর্জন।

এ ছাড়া অতিরিক্ত হল,

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ)).

"অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করেন, যারা সেহরী খায়, আর ফিরিশ্তাবর্গও তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৪৩৪, ইবনে হিব্বান ৩৬৬৭, সহীহ তারগীব ১০৫৩ নং)*

বরং সেহরী খাওয়াটা আহলে কিতাব ও উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার রোযার একটি প্রতীকী পার্থক্য হিসাবে গণ্য হল। মহানবী ﷺ বললেন,

((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أَهْلِ الكِتَابِ ، أَكْلَةُ السَّحَرِ)).

"আমাদের রোযা ও কিতাবধারীদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) রোযার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সেহরী খাওয়া।" *(মুসলিম ২৬০৪নং)*

(ছ) মাসিক অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহাবস্থান

ইয়াহুদীদের কোন মহিলার মাসিক শুরু হলে, তার সাথে কেউ পানাহার করত না এবং এক ছাদের নিচে এক ঘরে সহাবস্থান করত না। বরং তাকে পৃথক ঘরে ঋতুকাল অতিবাহিত করতে হতো। কিন্তু এই উম্মাহর জন্য হালাল করা হয়েছে, স্বামী তার ঋতুমতী স্ত্রীর সাথে খেতে-শুতে ও যৌনাচার করতে পারে। অবশ্য সঙ্গম করতে পারে না। সহাবস্থান করতে পারে, সহবাস করতে পারে না।

(জ) খেলাধূলার বৈধতা

এই উম্মাহর শরীয়ত এমন সংকীর্ণ নয় যে, সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর ধ্যানে থাকতে হবে। বরং তাতে প্রশস্ততা আছে এবং বৈধ খেলা করা ও দেখার বৈধতা আছে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে হুমাইরা! তুমি কি ওদের খেলা দেখতে চাও?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুত্‌নিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কতটা মর্যাদা ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কতটা কদর ছিল। *(নাসাঈ কুবরা ৮৯৫১, মুসলিম ২১০০-২১০৫নং)*

উক্ত হাদীসের শেষাংশের এক বর্ণনায় আছে, "যাতে ইয়াহুদ ও নাসারার লোকেরা জানতে পারে যে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা আছে।"

(মুহাম্মাদী শরীয়তে সরলতার আরো নমুনা দেখতে পড়ুন ঃ 'ধর্মের নামে সন্ত্রাস ও গোঁড়ামি' বই।)

(৬)
দ্বীনের পরিপূর্ণতা

উম্মাতে মুহাম্মাদিয়াকে মহান আল্লাহ একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে পরিপূণ ও পূর্ণাঙ্গ করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মতো এ দ্বীন অসম্পূর্ণ নয়। বরং এ দ্বীনে না কিছু সংযোজনের অবকাশ আছে, আর না কিছু বিয়োজন করার উপায় আছে। কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক স্থান-কাল-পাত্রের জন্য এ দ্বীনের বিধান প্রযোজ্য। এ দ্বীন কালজয়ী ও চিরন্তন। এ দ্বীন বিশ্বমানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর জীবন-ব্যবস্থা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (৩) سورة المائدة

“আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম।” (মায়িদাহ ঃ ৩)

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম”---দ্বীন বলতে উদ্দেশ্য হল ইসলাম। এই আয়াত অবতীর্ণ ক’রে মহান আল্লাহ নিজ নবী ও মু’মিনগণকে এ কথা অবগত করাতে চান যে, তাদের জন্য ঈমানকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। তাতে কোন প্রকার অতিরিক্ত করার কোন প্রয়োজন তাদের হবে না। মহান আল্লাহ তা পরিপূর্ণ ক’রে দিয়েছেন, তাতে কিছু হ্রাস করাও যাবে না। তিনি তাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, তিনি তার

ব্যাপারে কখনও অসন্তুষ্ট হবেন না। (ইবনে কাষীর ৩/২৬)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (৮৯) سورة النحل

“আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।” (নাহ্ল ঃ ৮৯)

আবূ যার্র ﷺ বলেন, ‘মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, পাখী যে নিজ উভয় ডানা হিলিয়ে থাকে, তার ব্যাপারেও আমাদেরকে জ্ঞান দান ক’রে গেছেন।’ (আহমাদ ৫/ ১৫৩, ত্বাবারানী ১৬৪৭নং, মাওয়ারিদুয যামআন ১/ ১১৯)

দুনিয়ার সকল নীতি ও ব্যবসায়ের বিধান আছে এ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে। পরকালে উপকারী হবে এমন কোন জিনিসের কথা ব্যক্ত করতে এ পরিপূর্ণ দ্বীন অবশিষ্ট রাখেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ ، إِلا وَقَدْ بُيِّنَ لَكُمْ)).

“এমন কোন জিনিস অবশিষ্ট নেই, যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, তার বিবরণ তোমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে।” (ত্বাবারানীর কাবীর ২/ ১৫৬, সিঃ সহীহাহ ১৮০৩নং)

দ্বীনের এই পরিপূর্ণতার কথা মহানবী ﷺ একটি সুন্দর উপমা দিয়ে উম্মতকে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

« مَثَلِي وَمَثَلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ

وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ – قَالَ – فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ».

"আমার উদাহরণ ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের উদাহরণ এমন এক ব্যক্তির মতো, যে উত্তম ও সুন্দর রূপে একটি গৃহ নির্মাণ করেছে। কিন্তু এক কোণে একটি ইট পরিমাণ জায়গা ছেড়ে রেখেছে। লোকেরা তা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল ও অবাক হল এবং বলতে লাগল, 'এই ইটটা স্থাপিত হয়নি কেন?' (নবী ﷺ বলেন,) সুতরাং আমিই হলাম সেই ইট। আমিই হলাম সর্বশেষ নবী।" *(বুখারী ৩৫৩৫, মুসলিম ৬১০১নং)*

ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'উক্ত হাদীসটি এ কথার প্রমাণ যে, সকল নবীগণের উপর আমাদের নবী ﷺ-কে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি সর্বশেষ নবী এবং তাঁরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ শরীয়তের পরিপূর্ণতা দান করেছেন।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৫৯)

এ সর্বাঙ্গসুন্দর দ্বীন পরিপূর্ণ। তাই বিদআত থেকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়েছে। যাতে কেউ এ ধারণা না করে যে, শরীয়তে কিছু নতুন আমল আবিষ্কার ক'রে সে দ্বীনকে সম্পূর্ণতা দান করেছে।

(৭)
এ উম্মতের ধর্মগ্রন্থ সুরক্ষিত

মহান আল্লাহ এ উম্মতকে যে সকল বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তার মধ্যে তার নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থকে তিনি সুরক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব না বিলুপ্ত হবে, না তা বিকৃত হবে, না তার কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে, আর না তা কারো দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে অন্যান্য উম্মতের ধর্মীয় গ্রন্থের সংরক্ষা হয়নি। হয় তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আর না হয় তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও বিকৃতিসাধন করা হয়েছে।

ছাপা কুরআন ছাড়াও কুরআনের লক্ষ-লক্ষ হাফেয রয়েছেন। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের হাফেয নেই বললেই চলে। ছাপা কুরআনকে পৃথিবীর বুক থেকে কেউ বিলুপ্ত ক'রে দিলেও হাফেযগণ স্মৃতি থেকে সেই কুরআন নিয়ে উপস্থিত হবেন।

মহান আল্লাহ কুরআনকে স্মৃতিস্থ করার জন্য সহজ ক'রে দিয়েছেন, যেমন তিনি তা উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছেন।

একদিন তিনি নিজেই কুরআন দুনিয়ার বুক থেকে তুলে নেবেন। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং তিনিই। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌র ঃ ৯)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

(٤٢) سورة فصلت

"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪২)

স্পষ্ট যে, যে কোনও ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী যদি কুরআনকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা তার মধ্যে ভেজাল প্রবিষ্ট করার অথবা তার অর্থ বিকৃত করার চেষ্টা করে, তাহলে তা হবে অপচেষ্টা। কোনক্রমেই এমন নিকৃষ্ট

ও হীন উদ্দেশ্য সফল হবার নয়। যেহেতু তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ।

ইতিহাস সাক্ষ্য আছে, বিগত কোন নিকটবর্তী অথবা দূরবর্তী কালে কোনও ব্যক্তির নাপাক ইচ্ছা এ মর্মে পূরণ হয়নি, ভবিষ্যতে হবারও নয়। মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত করলে আসলে তা হয় নিজের ধ্বংসের জন্য দুর্মতি, সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল আসলে মাকড়সার জাল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٣٠) سورة الأنفال

"তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ।" (আন্‌ফাল ঃ ৩০)

বলা বাহুল্য, এ উম্মতের কিতাবের শব্দ ও অর্থ মহান আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। আর এ বৈশিষ্ট্য অন্য কোন উম্মতের কিতাবকে প্রদান করা হয়নি।

{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٤) الجمعة

"এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহশীল।" (জুমুআহ ঃ ৪)

কুরআনের ব্যাখ্যা হল হাদীস বা সুন্নাহ। রাসলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী, কর্ম, মৌন-সম্মতি ও জীবন-চরিত। তাই সেই সুন্নাহকে সুরক্ষিত রাখাও মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট।

মহানবী ﷺ দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষা থেকে কিছু বলতেন না। যা কিছু বলতেন, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি বলেছেন,

{وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى (٤) عَلَّمَهُ شَدِيدُ

الْقُوَى} (٥)

"সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। তাকে শিক্ষা দান করে চরম শক্তিশালী, (ফিরিশ্তা জিব্রাঈল)।" (নাজ্‌ম ঃ ৩-৫)

তিনি মানুষকে তাই বলতেন, যা বলতে আদিষ্ট হতেন এবং তিনি মহান প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসরণ করতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} (٩) سورة الأحقاف

"আমি আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" (আহক্বাফ ঃ ৯)

তিনি মহান প্রতিপালকের ইবাদত শিক্ষা দিতেন মানুষকে। ইবাদতের বিশদ বর্ণনা ও কার্যতঃ তার পদ্ধতি বাতলে দিতেন। যেমন তিনি বলেছেন,

« وصلوا كما رأيتموني أصلي ».

"তোমরা সেই রূপ নামায পড়, যেরূপ আমাকে পড়তে দেখেছ।" (বুখারী ৬৩১নং)

« لِتَأْخُذُوا (عني) مَنَاسِكَكُمْ ».

"তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জের বিধান শিখে নাও।" (মুসলিম ৩১৯৭, আবূ দাউদ ১৯৭২, নাসাঈ ৩০৬২, আহমাদ প্রমুখ)

বরং তিনি ছিলেন সকল কাজে উম্মতের নমুনা ও উপমা। তিনিই ছিলেন উম্মাহর পথিকৃৎ ও আদর্শ। মহান আল্লাহ উম্মাহর উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব ঃ ২১)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٧) سورة الحشر

"আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (হাশ্‌র ঃ ৭)

মহান প্রতিপালক মহানবী ﷺ-এর আদেশ-নিষেধ পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোন কাজে তাঁর বিরোধিতা ও অবাধ্যাচরণ করতে নিষেধ করেছেন।

এই সুন্নাহর বিবরণের মাধ্যমেই কুরআনের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়েছে। আর তাঁর সহচরগণ তা ধারণ ও বহন ক'রে পরবর্তী প্রজন্মকে পৌঁছে দিয়েছেন। পরবর্তী প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মকে পৌঁছে দিয়েছে। আর এইভাবে এক সময় তা গ্রন্থের আকারে প্রকাশ লাভ করেছে।

এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ উম্মাহকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ ক'রে বলেছিলেন,

((نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئاً ، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ)).

"আল্লাহ সেই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি করুন, যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে (আমার কোন) হাদীস শুনে যথাযথরূপে হুবহু অপরকে পৌঁছে দেয়। কেননা, যাকে হাদীস বর্ণনা করা হয় এমনও হতে পারে যে, সে শ্রোতা

অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও স্মৃতিধর।" *(আবূ দাউদ ৩৬৬২, তিরমিযী ২৬৫৬, ইবনে মাজাহ ২৩০, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৩নং)*

((...فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ..)).

"তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তিকে (এই বাণী বা ইল্‌ম) পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ উপস্থিত ব্যক্তি এমন ব্যক্তির কাছে তা পৌঁছে দেবে, যে তার থেকে বেশী স্মৃতিধর।" *(বুখারী ৬৭, ১০৪, ১০৫, মুসলিম ৪৪৭৭নং)*

« تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ ».

"তোমরা শুনবে, তোমাদের নিকট থেকে শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যে শুনবে, তার নিকট থেকে শোনা হবে।" (আহমাদ ২৯৪৪, আবূ দাউদ ৩৬৬১, হাকেম ১/৯৫ প্রমুখ)

বলা বাহুল্য, এই শ্রবণের ধারাবাহিকতায় 'সনদ' বা সূত্র অবলম্বিত হল। যা ছিল এই উম্মাহর জন্য একটি বড় বৈশিষ্ট্য।

উম্মাহর উলামাগণ সেই সূত্রকে পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করলেন ঃ-

সূত্র যেন নিরবচ্ছিন্ন হয়।

সূত্রের সকল ব্যক্তি যেন সত্যবাদী, আমানতদার, স্মৃতিধর ও নির্ভরযোগ্য হয়।

এর জন্য আসমাউর রিজাল বা রিজাল শাস্ত্রের গ্রন্থ রচিত হল। মুস্তালাহুল হাদীস ও আল-জারহু অত্-তা'দীল বিষয়ক গ্রন্থ প্রণীত হল। আর এমন গ্রন্থাবলীও কেবল এই উম্মাহর বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসে এমন কোন জাতির সন্ধান মেলে না, যার মহাপুরুষের জীবন-চরিত এমন সূক্ষ্ম ও শুদ্ধভাবে সংরক্ষিত আছে।

সনদের অপরিসীম গুরুত্ব উম্মাহর কাছে উপলব্ধ ছিল। যাতে দ্বীনের বুনিয়াদ কিতাব ও সুন্নাহর সঠিক হিফাযত হতে পারে এবং

দ্বীনের দুশমনদের দ্বীন বিকৃতি সাধন, তাতে পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করার নাপাক প্রচেষ্টা হতে নিরাপদ রাখা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই তওফীকের ফলে উম্মাহর প্রকৃত ও শুদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষিত হয়েছে এবং দুরভিসন্ধিকারীদের বিকৃত ইতিহাস থেকে মানব জাতিকে সতর্ক করা সম্ভব হয়েছে।

দ্বীনের কথা গ্রহণে সনদের এতই গুরুত্ব যে, তার ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন উক্তি করেছেন।

ইবনে সীরীন বলেন, 'ওঁরা সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না। অতঃপর যখন ফিতনা শুরু হল, তখন ওঁরা বললেন, আপনারা (কাদের নিকট থেকে শুনেছেন তাদের) নাম উল্লেখ করুন। সুতরাং আহলে সুন্নাহ বলে জানা গেলে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো। আর আহলে বিদআহ (বিদআতী) বলে জানা গেলে তাদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না।'

একদা বাশীর আদবী ইবনে আব্বাসের নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস তাঁর হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করছেন না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার? আমি আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করছি, অথচ আপনি তার প্রতি কর্ণপাত করছেন না।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'আমরা যখন কারো নিকট থেকে একবার শুনেছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন তখন সত্বর তার প্রতি আমাদের চোখ ও কান খাড়া রেখে শ্রবণ করেছি। কিন্তু লোকেরা যখন ভালো-মন্দ (সব রকম পথ) অনুসরণ করতে লাগল, তখন একান্ত পরিচিত ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করি না।'

হাদীসে মিথ্যাবাদিতা প্রকাশ পেলে তাবেঈনগণও সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আবুল আলিয়াহ বলেন, 'আমরা কোন হাদীস কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত শুনলে সওয়ার হয়ে তাঁর নিকট

থেকে সরাসরি শুনে সে কথার সত্যতা যাচাই করা ছাড়া সন্তুষ্ট (নিশ্চিন্ত) হতে পারতাম না।'

ইবনুল মুবারক বলেন, 'সনদ হল দ্বীনের একটি অংশ। সনদ না থাকলে যার যা ইচ্ছা, সে তাই বলত।'

তিনি আরো বলেছেন, 'আমাদের ও (ওই বিদআতী ও মিথ্যুক) সম্প্রদায়ের মাঝে রয়েছে পায়া অর্থাৎ, সনদ।' (সহীহ মুসলিমের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'সনদ হল মু'মিনের অস্ত্র। সুতরাং তার সাথে অস্ত্র না থাকলে কীভাবে সে যুদ্ধ করবে?' (মাজরূহীন, ইবনে হিব্বান ১/২৭, শারাফু আসহাবিল হাদীস ৭৬নং)

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিনা সনদে হাদীস অনুসন্ধান করে, তার উদাহরণ হল রাতের কাঠুরে।' (ফাইযুল ক্বাদীর ১/৪৩৩)

শু'বাহ বলেছেন, "প্রত্যেক সেই হাদীস, যাতে 'আখবারানা-হাদ্দাষানা' নেই, তা হল সির্কা ও সবজির মতো।'

পরিশেষে আবূ আলী জাইয়ানীর উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গের ইতি টানছি। তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহ এই উম্মতকে তিনটি জিনিস দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছেন, যা ইতিপূর্বে কোন উম্মতকে দেওয়া হয়নি ঃ সনদ, নসবনামা ও ই'রাব।' (ক্বাওয়ায়েদুত তাহদীষ ২০১পৃঃ, তাদরীবুর রাবী ২/১৬০)

(৮)
এ উম্মাহর শরীয়তের ব্যাপকতা

এ উম্মতের শরীয়ত সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন। তার নবী বিশ্বনবী, জ্বিন-ইনসান সকলের নবী। সকল জাতি, দেশ, ভাষা ও বর্ণের নবী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}

"আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" *(সাবা' ঃ ২৮)*

{قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}

"বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।" *(আ'রাফ ঃ ১৫৮)*

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ

করেছি।" *(আম্বিয়া ঃ ১০৭)*

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" *(ফুরক্বান ঃ ১)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ بِستٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ».

"ছয়টি জিনিস দিয়ে আমাকে অন্যান্য নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। আমাকে বহুলার্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী (বলার ক্ষমতা) দেওয়া হয়েছে। আতঙ্ক দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। গনীমতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী বানানো হয়েছে। আমি সারা সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হয়েছি। আর আমাকে দিয়ে নবুঅতের সমাপ্তি ঘটানো হয়েছে।" *(মুসলিম ১১৯৫নং)*

তিনি বলেছেন,

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ».

"আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন

নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ চলার মত দূরত্বেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, (২) আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে, অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়, (৩) আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না, (৪) আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (৫) অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।" *(বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ১১৯১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى كَانَ كُلُّ نَبِىٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ وَأُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ ».

অর্থাৎ, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কাউকে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক নবী বিশেষভাবে নিজের জাতির নিকট প্রেরিত হতেন। আর আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আমার জন্য গনীমত হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারো জন্য হালাল করা হয়নি। আমার জন্য যমীনকে পবিত্রতার মাধ্যম ও মসজিদ বানানো হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তির কাছে নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেখানে থাকবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে। এক মাসের পথ অবধি আতঙ্ক

দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আর আমাকে শাফাআত দান করা হয়েছে। *(মুসলিম ১১৯১নং)*

"আমি প্রত্যেক লাল ও কালোর প্রতি প্রেরিত হয়েছি"-এর অর্থ হল, আমি আরব ও আজমের সকল মানুষের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি। অথবা মানব-দানব উভয় সম্প্রদায়ের জন্য নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি।

এ উম্মাহর একটি লোক অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় মহাপ্রলয় আসবে না। আর সেদিন আসার আগে এ বিশ্বের সকল ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّـهُ بِـهِ الْإِسْـلَامَ وَذُلًّـا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ)).

"অবশ্যই এ দ্বীন পৌঁছবে, যেখানে রাত-দিন পৌঁছেছে। আল্লাহ কোন ঘর ও শিবিরে এ দ্বীন প্রবিষ্ট না করে ছাড়বেন না; সম্মানীর সম্মানের সাথে হোক অথবা অসম্মানীর অসম্মানের সাথে হোক। এমন সম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন অসম্মান, যার দ্বারা আল্লাহ কুফ্‌রীকে লাঞ্ছিত করবেন।" *(আহমাদ ১৬৯৫৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৬০১, হাকেম ৮৩২৬, সিঃ সহীহাহ ৩নং)*

তিনি বলেছেন,

« وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ».

অর্থাৎ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! এই উম্মতের যে কেউ---ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান আনবে না,

সেই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(মুসলিম ৪০৩নং)*

(৯)
এ উম্মাহর আদ্যান্তে কল্যাণ

শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে যত নবী এসেছেন, তাঁদের সকলের সহযোগী সহচর ছিল, যারা নিজ নবীর অনুসরণ করত, নবীকে সাহায্য করত, তাঁর নিরাপত্তা ও দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে এবং তাঁর সুন্নাহকে জীবিত রাখার ব্যাপারে তৎপর ছিল। কিন্তু কিছু কাল অতিবাহিত হতেই এমন প্রজন্ম আবির্ভূত হতো, যারা তাদের বিপরীত কাজ করত। নবীর আদর্শ থেকে বহু ক্রোশ দূরে সরে পড়ত এব নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী মনগড়া পথে চলতে শুরু করত। সে উম্মতের প্রথম ভাগে মঙ্গল থাকলেও শেষভাগে কোন মঙ্গল অবশিষ্ট থাকত না। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ)).

"আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হয় যে, তারা যা বলে,

তা করে না এবং তারা তা করে, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয় না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম ১৮৮নং)*

উক্ত হাদীসে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কল্যাণের ধারাবাহিকতা অবশিষ্ট থাকার কথা নাকচ করা হয়েছে। যেহেতু পরবর্তীতে তাদের মধ্যে এমন অযোগ্য লোকেদের আগমন ঘটল, যাদের মধ্যে কোন কল্যাণ বাকী ছিল না এবং তাদের মধ্যে দ্বীনের কোন অংশ অবশিষ্ট ছিল না। (মিরআত ১/২৫৪)

পরন্তু হাদীসে এ কথার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উম্মতের দশা পূর্ববর্তীদের মতো হবে না। আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন লোক হয়েই যায়, তাহলে উম্মতের নেক লোকেদেরকে তাদের বিরুদ্ধে ত্রিস্তরের জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরন্তু অন্য হাদীসে এই উম্মতকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ)).

"আমার উম্মতের উপমা বৃষ্টির মতো, জানা যায় না যে, তার তার প্রথমাংশে কল্যাণ আছে, নাকি শেষাংশে।" *(আহমাদ ১২৩২৭, তিরমিযী ২৮৬৯, সিঃ সহীহাহ ২২৮৬নং)*

বৃষ্টির প্রথমাংশেই যে কল্যাণ থাকে, তা নয়। অনেক সময় শেষাংশেও কল্যাণ থাকে। প্রথমাংশের বৃষ্টি দিয়ে চাষাবাদ শুরু হয়, শেষাংশের বৃষ্টি দ্বারা সিঞ্চন হয়। উদ্দেশ্য এই যে, উম্মতের প্রাথমিক

শ্রেষ্ঠ শতাব্দীগুলি তো শ্রেষ্ঠ বটেই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হলেও শেষের শতাব্দগুলিও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা থেকে শূন্য নয়।

সুতরাং হাদীসে এসেছে যে,

((خَيْرُكُمْ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)).

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হল আমার (সাহাবীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবেয়ীদের) যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী (তাবে-তাবেয়ীনদের) যুগ।" *(বুখারী ২৬৫১, মুসলিম ৬৬৩৮নং)*

তেমনি এ কথাও এসেছে যে,

((....إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِمْ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلاً يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْهُمْ قَالَ « أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ».

"তোমাদের পরবর্তীতে আছে ধৈর্যের যুগ। সে (যুগে) ধৈর্যশীল হবে মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর মতো। সে যুগের আমলকারীর হবে পঞ্চাশ জন পুরুষের সমান সওয়াব।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পঞ্চাশ জন পুরুষ আমাদের মধ্য হতে, নাকি তাদের মধ্য হতে?' তিনি বললেন, "না, বরং তোমাদের মধ্য হতে!"

অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের পঞ্চাশজন শহীদের সমান সওয়াব!" *(আবূ দাউদ ৪৩৪৩, তিরমিযী ৩০৫৮, ইবনে মাজাহ ৪০১৪, ত্বাবারানী ১৮০৩৩, সঃ জামে' ২২৩৪নং)*

আল্লাহু আকবার! ধৈর্যের যুগ? ইসলাম ধরে রাখার ব্যাপারে ধৈর্যের যুগ। বাড়ির ভিতরে বেডের টিভি বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' পকেটের মোবাইল বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' বাড়ির বাইরে স্কুল-কলেজের সিলেবাস বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' সহপাঠীরা বলবে,

'ইসলাম মানিস না।' বন্ধুরা বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' রাজনীতির নেতারা বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' বাজার বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' ব্যবসা বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' চাকরি বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' পেশা বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' চাষ বলবে, 'ইসলাম মানিস না।' শয়তান তো বলছেই, 'ইসলাম মানিস না।' কাফেররা তো বলছেই, 'ইসলাম মানিস না।'

ইসলামের ফির্কার লোকেরা বলবে, 'আমরা ঠিক।' মযহাবীরা বলবে, 'আমরা ঠিক।' প্রত্যেক দলের লোকেরা বলবে, 'আমরাই ঠিক।' প্রত্যেক উপদলের লোকেরা বলবে, 'আমরাই ঠিক।'

দলাদলি ক'রে যুদ্ধ হবে, প্রত্যেক দলের লোক নিজেদের নিহতকে 'শহীদ' বলবে!

অশ্লীলতা ব্যাপকতা লাভ করবে। না চাইলেও উলঙ্গ নারী নজরে পড়বে।

ফিতনাগ্রস্ত হবে মু'মিন, চাপে পড়বে মুসলিম, ঠেলায় পড়বে দ্বীনদার, কষ্টে পতিত হবে পরহেযগার। আঘাতপ্রাপ্ত হবে ধার্মিক মানুষ, কথার আঘাত, শারীরিক আঘাত, আর্থিক আঘাত।

সেই যুগে ধৈর্য বড় কঠিন হবে। সেই কঠিন যুগে যে ধৈর্যধারণ করবে, সে কি এ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী নয়?

(১০)
কোন ভ্রষ্টতায় একমত হবে না

উম্মতের সকল মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়, সকল মানুষ সমান নয়। উম্মতের মাঝে মতবিরোধ হবে না, তাও নয়। মত-পার্থক্য নিয়ে দলে দলে বিচ্ছন্ন হবে না, তাও নয়। উম্মতের কোন দল, কোন ব্যক্তি ভ্রষ্ট হবে

না, তা নয়। তবে এ উম্মতের সকল মানুষ কোন ভ্রষ্টতার উপরে একমত হবে না, এ কথা সুনিশ্চিত। যেহেতু এ উম্মত বৃষ্টির মতো। যার আদ্যান্তে কল্যাণ থাকে।

এ উম্মত দলে-দলে বিভক্ত হয়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে। মৌলিকভাবে ৭৩ দলে ভাগ হয়ে ৭২টি জাহান্নামী হলেও একটি দল জান্নাতী হবে।

স্থান-কাল ও পরিবেশ ভেদে উম্মাহর বহু লোক ভ্রষ্টতার শিকার হবে। তবুও অনেক লোক হক পথের দিশারী হয়ে মানুষকে হকের দিশা দান করবে। মোট কথা সকলেই পথহারা ও দিশাহারা হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ)).

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে (অথবা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মতকে) ভ্রষ্টতার উপর একমত করবেন না। আর আল্লাহর হাত জামাআতের সাথে।" (তিরমিযী ২ ১৬৮, হাকেম ১/ ১১৫)

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ)).

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তিনটি জিনিস থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন ঃ তোমাদের নবী তোমাদের উপর বদ্দুআ করবেন না এবং তার ফলে তোমরা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে না। বাতিলপন্থী হকপন্থীদের উপর (সার্বিকভাবে) জয়লাভ করবে না। এবং তোমরা কোন ভ্রষ্টতার উপরে একমত হবে না।" *(আবূ দাউদ ৪২৫৩, সুন্নাহ, আবূ আসেম ৯২, সিঃ সহীহাহ ১৩৩১নং)*

বলা বাহুল্য, এটা অসম্ভব যে, উম্মতের সকল লোক কুফরী, শির্ক,

মুনাফিকী, বিদআত বা ফাসেকীতে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। অথবা কোনও ভ্রষ্টতা বা বাতিল বিষয়ের উপর সর্বসম্মত হয়ে একাকার হবে। বরং এ উম্মতের কিছু লোক---তারা সংখ্যালঘু হলেও---হকের পতাকা উড্ডীন রাখবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الإِسْلامَ بَدَا غَرِيبًا ، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَا ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ ، قِيلَ : وَمَنِ الْغُرَبَاءُ ، يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ)).

"নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে, যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকেদের জন্য।" জিজ্ঞাসা করা হল, '(প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোক কারা? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার করে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়।" *(আহমাদ ১৬৬৯০, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৫৫৪, আওসাত্ব ৩০৫৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)).

"শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্যপ্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(আহমাদ ১৫৫৯৭নং)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَـذَلَهُمْ حَتَّـى يَأْتِىَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ».

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

((لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها)).

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল আল্লাহর নির্দেশ (শরীয়ত)এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে তাদের বিরোধিতা করবে, সে তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(ইবনে মাজাহ ৭নং)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

((لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)).

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল বিজয়ী থাকবে, আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, সে অবস্থায় তারা বিজয়ী থাকবে।" *(বুখারী ৭৩১১, মুসলিম ১৯২১নং, আহমাদ ৪/২৪৪)*

অন্য এক শব্দে বর্ণিত হয়েছে,

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».

"আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল চিরকাল কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থেকে হক (সত্যের) উপর লড়াই করবে।" *(মুসলিম ৫০৫৯নং)*

ইমাম বুখারী উক্ত দলটির ব্যাপারে বলেছেন, 'তাঁরা হলেন আহলে ইলম (উলামা)।'

তিরমিযী বলেছেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারীর কাছে

শুনেছি, তিনি আলী বিন মাদীনীর কাছে শুনেছেন, 'তাঁরা হলেন আসহাবুল হাদীস।' (উমদাতুল ক্বারী ৩৫/৪২৮)

হাকেম 'উলূমুল হাদীস' গ্রন্থে সহীহ সনদে আহমাদ হতে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, 'তাঁরা যদি আহলুল হাদীস না হন, তাহলে আমি জানি না যে, তাঁরা কারা।' (ফাতহুল বারী ২০/৩৬৮)

"তারা বিজয়ী থাকবে" অর্থাৎ, সকল মানুষের উপর তারা নিজেদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে বিজয়ী থাকবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও বিজয়ী থাকবে। কলম ও তরবারি উভয় যুদ্ধে তাদেরকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। তাদের বিরোধীরা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না। তারা উলামা ও মুজাহিদ রূপে বিরোধীদের উপর সদা বিজয়ী থাকবে।

উল্লিখিত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, উক্ত হকপন্থী সদা-সর্বদা বন্দুক-তরবারি নিয়ে কারো না কারোর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে। বরং উদ্দেশ্য হল, তারা প্রয়োজনে যুদ্ধ করবে। সঠিক জিহাদের পরিবেশ সৃষ্টি হলে এবং তার শর্তাবলী পাওয়া গেলে তার জন্য আগ্রহী থাকবে। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের সিলসিলা জারী থাকবে, চিরদিনের মতো বন্ধ হবে না; যদিও সাময়িক বন্ধ থাকে।

আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমার মনে হয়, এর উদাহরণ এই হাদীস,

((إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মাঝে যখন তরবারি স্থাপিত হবে, তখন কিয়ামত পর্যন্ত তা তাদের উপর থেকে (কখনই) তোলা হবে না। *(তিরমিযী ২২০২, আবূ দাউদ ৪২৫৪, ইবনে মাজাহ ৩৯৫২, আহমাদ ১৭১১৫নং)*

এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, তরবারি চলতে থাকবে, যেমন কসাই গোশ্ত নিয়ে কেবল পাঁচ মিনিট বা পনের মিনিট কাটতে থাকে। বরং

এর মানে হল, চলমান থাকবে এবং ফিতনার সময় চলতে থাকবে। উদ্দেশ্য হল, ফিতনা ও যে খুনাখুনি তাদের মাঝে ঘটবে। সুতরাং তরবারি চলবে। তবে তার মানে এই নয় যে, লাগাতার চলতে থাকবে। (কোন সময় বন্ধই হবে না।) কারণ নবী (আলাইহিস স্বালাতু অস্-সালাম) বলেছেন---যেমন সহীহ হাদীসে আছে,

((مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ)).

"আমার উম্মতের উপমা বৃষ্টির মতো, জানা যায় না যে, তার তার প্রথমাংশে কল্যাণ আছে, নাকি শেষাংশে।" *(আহমাদ ১২৩২৭, তিরমিযী ২৮৬৯, সিঃ সহীহাহ ২২৮৬নং)*

মোটকথা, উপর্যুক্ত হাদীসে 'ক্বিতাল'-এর ব্যাখ্যা যদি বাহ্যিক অর্থ (কতল) দিয়ে করা হয়, তাহলে তার মানে এই নয় যে, তারা জীবনের প্রতি মুহূর্তে সদাসর্বদা কতল করতেই থাকবে। বরং উদ্দেশ্য হল, তাদের পক্ষ থেকে কাফেরদের বিরুদ্ধে 'ক্বিতাল' কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আর এ অর্থে ক্বিতাল ও ক্বিতালের মাঝে ছিন্নতা বা ব্যবধান কোন প্রভাব ফেলবে না।

পক্ষান্তরে ক্বিতালের উদ্দেশ্য যদি আভ্যন্তরিক ক্বিতাল (সংগ্রাম) হয়, তাহলে তার মানে হল হুজ্জত (বা ইল্মী ক্বিতাল), তাহলে তা আল-হামদু লিল্লাহ সর্বদার জন্য লাগাতার চলছে ও কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। (দুরুসুল আলবানী ১১/৭)

পরিশেষে বলি যে, এ উম্মতের কিছু লোক ভ্রষ্টতার শিকার হলেও কিছু লোক সঠিক পথে চলমান থাকবে। কিছু আলেম ভুল করলে, অন্য কিছু আলেম সে ব্যাপারে সতর্ক করবেন। মতবিরোধ থাকবে, তবে খেয়াল-খুশীর পূজারী ও অন্ধানুকরণের গোঁড়া ছাড়া উদার মানুষ সৎ ও সত্যের দিকে অবশ্যই ফিরে আসবে।

(১১)
শতবর্ষে সংস্কারকের আবির্ভাব

এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, এ উম্মত নিশ্চিহ্ন হবে না, এর সকল সদস্য ভ্রষ্ট হবে না। তাই তার সুব্যবস্থা মহান স্রষ্টা করে রেখেছেন।

বিদিত যে, এ উম্মতের দুশমন আছে, একে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন অপচেষ্টা আছে। এর শরীয়তে ভেজাল প্রবিষ্ট ক'রে দেওয়ার মতো নাপাক চিন্তাধারা ও বাতিল দূরভিসন্ধি আছে। সুতরাং যখনই কোন মানবীয় বা দানবীয় শয়তান এই দ্বীনের সমুজ্জ্বল সূর্যকে নিষ্প্রভ করতে চায়, এর জ্বলন্ত প্রদীপকে ফুৎকার দিয়ে নির্বাপিত করতে চায়, বিদআত ও শির্কের আবর্জনা দিয়ে নির্মল দ্বীনের পানিকে নোংরা করতে চায়, পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা আনয়ন ক'রে পরকালের জীবনকে বিস্মৃত করতে চায়, ভোগ-বিলাসের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ আখেরাতের সুখ-পিপাসাকে দূরীভূত করতে চায়, ঠিক তখনই প্রতি একশত বৎসরের ভিতরে মহান আল্লাহ একটি ক'রে মানুষ প্রেরণ করেন, যিনি হন যুগ-সংস্কারক, শতাব্দীর পথপ্রদর্শক। যিনি মু'মিনদের হৃদয়ে ঈমানী নবজাগরণ আনয়ন করেন, আধ-মরাদের ঘা দিয়ে বাঁচিয়ে তোলেন, সুন্নাহর সহীহ তরীকা মানুষকে বাতলে থাকেন, দ্বীনের সহীহ আনুগত্য শিক্ষাদান করেন, কুরআন ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা করেন এবং তার অপব্যাখ্যা অপনোদন করেন, প্রচলিত বিদআতের খন্ডন করেন, মানুষকে সৎপথে চলমান রাখতে অনুপ্রাণিত করেন।

এমন বৈশিষ্ট্য অন্য কোন উম্মাহর মাঝে ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ

শেষনবী ﷺ-এর আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ঈসা নবী عليه السلام-এর শিক্ষা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর একটি বিশাল অংশের বহু মানুষ ঈসা নবী عليه السلام-এর শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু শোনেনি ও জানতে পারেনি। পরন্তু যে শিক্ষা প্রচলিত আছে, সে শিক্ষার সংস্কার ছিল না। ধর্মে প্রবিষ্ট ভেজাল দূর করার কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু শেষনবী ﷺ-এর শিক্ষা ও হিদায়াত সজীব রাখার জন্য উম্মাহর উলামাগণের বহুমুখী প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক যুগে সেই শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য বহু মানুষ কাজ ক'রে থাকেন। শত শত বাধা উল্লংঘন করেও বহু মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমান বিশ্বেও সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধিশীল দ্বীন হল ইসলাম।

'ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি বাহিরের দিকে তত,
গুনতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।'

না, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী প্রকৃত মুসলিম রূপে বাড়িয়া চলিয়াছি। ইহলৌকিক দৃষ্টিতে নয়, পারলৌকিক দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিলে তাহা অনায়াসে গোচরীভূত হইবে।

এ দ্বীন নির্ভেজাল আছে, যেহেতু ভেজালমুক্ত করার ব্যবস্থা আছে। নানা কুসংস্কারের মাঝেও সত্যানুসন্ধানী সংস্কারক যুগে যুগে কাজ ক'রে যান।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَحملُ (يَرِثُ) هَذَا الْعِلْمَ (الدِّينَ) مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ ».

"প্রত্যেক পরবর্তীদের মধ্য হতে তাদের নির্ভরযোগ্য সৎশীল লোকেরা এ দ্বীন বা ইল্মের বহনকারী বা উত্তরাধিকারী হবে। তারা মূর্খদের অপব্যাখ্যা খন্ডন করবে, বাতিলপন্থীদের জালিয়াতি এবং

অতিরঞ্জনকারীদের বিকৃতি সাধন ব্যাহত করবে।" *(বাইহাক্বী ২১৪৩৯, শারাফু আসহাবিল হাদীস ১১, ২৮, ২৯পৃঃ, মিশকাত ২৪৮নং)*

যুগে যুগে সেই সকল উলামা সঠিক দ্বীনকে অবিকৃত, নির্ভেজাল ও নবায়িত রাখার প্রচেষ্টায় নিরলস পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছেন। এ হল মহান স্রষ্টার দ্বীন চিরন্তন রাখার সুন্দর ব্যবস্থা। আর এ হল এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا».

"নিশ্চয় আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় এমন ব্যক্তি প্রেরণ করবেন, যে তার জন্য তার দ্বীনকে নবায়ন করবে।" *(আবূ দাউদ ৪২৯১, হাকেম ৪/৫২২, সিঃ সহীহাহ ৫৯৯নং)*

(১২)
সর্বগ্রাসী আযাব থেকে নিরাপত্তা

এই উম্মতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বগ্রাসী আম আযাব দিয়ে ধ্বংস করা হবে না। এ হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ উম্মতের জন্য বিশেষ অনুগ্রহ। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, পূর্ববর্তী বহু জাতিকে আম আযাব ও শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। নূহের সম্প্রদায়, সামূদ ও আদ জাতি, লূত নবীর সম্প্রদায় প্রভৃতিকে সর্বব্যাপী আযাব দিয়ে বিনাশ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঈমানদারদের একটি ভুল হাজার-হাজার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।

সুহাইব রূমী رضي الله عنه বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হুনাইনের দিকে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় ফজরের সময় হলে আমরা দেখলাম, তিনি ফজরের নামাযের পর ফিসফিস ক'রে কী যেন বলছেন,

যা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। অথচ এর আগে তিনি এমনটা করতেন না। অতঃপর যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে, আমরা তাঁর এই অবস্থা বুঝতে পেরেছি, তখন তিনি বললেন, "তোমরা কি বুঝে নিলে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "(তোমাদের এই সংখ্যাধিক্য দেখে) এক নবীর কাহিনী আমার মনে উদয় হল, যাঁকে মহান আল্লাহ বিশাল-সংখ্যক উম্মত ও সৈন্য দান করেছিলেন। অতঃপর (যখন তিনি সেই সৈন্যবাহিনী নিয়ে জিহাদের জন্য বের হলেন, তখন) তিনি মনে মনে বললেন, 'এই সৈন্যের মোকাবেলা কে করতে পারে?' অথবা 'এই সৈন্যের সম্মুখে কে টিকতে পারে?' সুতরাং মহান আল্লাহ সেই নবীর প্রতি অহী ক'রে বললেন, 'তুমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তিনটির মধ্যে একটি এখতিয়ার গ্রহণ কর ঃ-

(এক) ওদের উপর বাইরের শত্রুকে আধিপত্য দান করি। অথবা

(দুই) ওদের মাঝে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করি। অথবা

(তিন) ওদের মাঝে (ব্যাপক) মৃত্যু আনয়ন করি।

সুতরাং তিনি নিজ উম্মতের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। তারা বলল, 'আপনি আল্লাহর নবী। বিষয়টা আপনার প্রতি সঁপে দেওয়া হল। আপনি এখতিয়ার করুন। (আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটাই আমাদের জন্য উত্তম হবে।)' সুতরাং তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তারা বিপদের সম্মুখীন হলে নামাযে দাঁড়াতেন (এবং নামাযের মাধ্যমে প্রার্থনা করতেন।) অতঃপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুসারে নামায পড়ে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ওদের বাইরের শত্রুকে তুমি ওদের উপর আধিপত্য দেবে, তা করবে না। দুর্ভিক্ষও নয়। (কারণ তাতে মরতে তো হবে, কিন্তু বড় কষ্টে।) বরং তুমি ওদেরকে মৃত্যুদান কর।' সুতরাং তিন দিনের মধ্যে ওদের সত্তর হাজার মানুষ মারা গেল। এই জন্য তোমাদের এই সংখ্যাধিক্য দেখে

আমি আল্লাহর কাছে ফিসফিসিয়ে এই দুআ করছিলাম,

((اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ)).

"হে আল্লাহ! আমি তোমারই ভরসায় প্রচেষ্টা করি, তোমারই শক্তিতে আক্রমণ করি, তোমারই সাহায্যে যুদ্ধ করি। আর তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।" (আহমাদ ১৮৯৩৭, ১৮৯৪০, ২৩৯২৭নং, ইবনে হিব্বান ৩/৪০৩, সিঃ সহীহাহ ১০৬১নং)

মহান প্রতিপালকের ওয়াদা, তিনি এ উম্মতকে আম আযাব বা গযব দিয়ে নির্মূলভাবে ধ্বংস করবেন না।

সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আলিয়া থেকে আগমন করলেন। অতঃপর বনী মুআবিয়ার মসজিদে প্রবেশ ক'রে দু' রাকআত নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়লাম। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট সুদীর্ঘ প্রার্থনা করলেন। অতঃপর ঘুরে বসে বললেন,

« سَأَلْتُ رَبِّى ثَلاَثًا فَأَعْطَانِى ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِى وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّى أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُهْلِكَ أُمَّتِى بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا ».

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে বন্যা-কবলিত ক'রে ডুবিয়ে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি

যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(মুসলিম ৭৪৪২নং, মিশকাত ৩/২৫০)*

খাব্বাব বিন আরাত্ত ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে খুব লম্বা নামায পড়লেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন নামায পড়লেন, যা আগে পড়তেন না।' তিনি বললেন,

((أجل إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت الله فيها ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألته أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها)).

"হ্যাঁ, এটি ছিল আগ্রহ ও ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের উপর কোন পর-শত্রুকে আধিপত্য না দেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(তিরমিযী ২১৭৫, নাসাঈ, আহমাদ ২১০৫৩নং, মিশকাত ৩/২৫০)*

(১৩)
এ উম্মতকে শত্রু নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না

এ উম্মতের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শত্রু চাইলেও এবং শত চেষ্টা করলেও তাকে ভূপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলতে পারবে না। যতদিন এ উম্মত থাকবে, ততদিন বিশ্ব অবশিষ্ট থাকবে। এ উম্মত শেষ হলে বিশ্বও নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর এর শত্রুরা তো সেই শিয়ালের মতো, যে গাছের ডালে বসে থাকা কোকিলের মিষ্টি শব্দ শুনে হিংসা করে এবং আকাশ-তুলতুল বন্যা কামনা ক'রে তার ধ্বংস কামনা করে। কিন্তু পন্ডিত শিয়াল এ কথা জানে না যে, কোকিলের ধ্বংসের আগে সে কোথায় বাঁচার আশ্রয় পাবে?

এ উম্মত তওহীদের আমানত বুকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যে তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মহান প্রতিপালক বিশ্ব-রচনা করেছেন, মানব-দানব সৃষ্টি করেছেন, যুগে-যুগে নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে তওহীদ শেষ, তো দুনিয়াও শেষ। আর তওহীদ আছে, তো দুনিয়াও আছে। সুতরাং তওহীদবাদীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার মানে শত্রুর নিজের পায়ে নিজের কুড়ুল মারা, নিজের ধ্বংস নিজের ডেকে আনা।

'তাওহীদ কী আমানত সীনূঁ মেঁ হ্যায় হামারে
আসাঁ নেহী মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা।'

বলা বাহুল্য, সুমহান স্রষ্টার এ ধরিত্রীর প্রকৃত মালিক হল তাঁর প্রতি বিশ্বাসী সৃষ্টি। এ পৃথিবীর আসল উত্তরাধিকারী হল মুসলমান। এ পৃথিবী সুসজ্জিত ও সুশোভিত আছে শুধু মুসলিমদের জন্যই। মুসলমান ধ্বংস

ও নিঃশেষ হলে পৃথিবীও ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। যতদিন পৃথিবীতে একটিও মুসলিমও বেঁচে থাকবে, ততদিন এ পৃথিবী মহাপ্রলয়ের কবলিত হবে না। *(মুসলিম, মিশকাত ৫৫১৬ নং)*

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর এমন দিন এসেছে যে, তাদের বিরোধীরা তাদের প্রতি এমন যুলুম করেছে যে, তারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। বহু জাতি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেছে, যাদের কেবল নামটি হয়তো ইতিহাসের পাতায় রয়ে গেছে। পরন্তু কোন কোন জাতি এমন ছিল, যাদের নাম ইতিহাসের পাতায়ও স্থান লাভ করেনি। কিন্তু এই উম্মাহ এমন বিলুপ্তি থেকে নিরাপদ। যদিও কোন জাতি বা ব্যক্তি তাকে বিলুপ্ত করার অপচেষ্টার শিকারও হয়, তবুও সে তাতে সফলকাম হবে না।

ইতিহাস সাক্ষ্য আছে, মুসলিম উম্মাহর উপর তাতারীদের তুফান এসেছে এবং অসংখ্য মুসলিম নিধন হয়েছে। কিন্তু তাতারীরা তাদের উদ্দেশ্যে বিফল হয়েছে। বরং পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, সেই যালেম জাতির বহু ন্যায়পরায়ণ মানুষ ইসলামকে নিজের দ্বীন বলে বরণ করে নিয়েছে।

উন্দুলুসে মুসলিমদের উপর অত্যাচারের যে স্টিম রুলার চালানো হয়েছে, তা হয়তো ইতিহাসের পাতায় নজীরবিহীন বলা যায়। কিন্তু বালকানে মুসলিমদের অসাধারণ সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়েছে। এ জাতির দশা এমনই, যেমন সূর্যের হয়। কোন পৃথিবীর কোন ভূখন্ডে তার আলো বিকীর্ণ হয়, আবার কোন ভূখন্ড অন্ধকারাচ্ছন্ন থেকে যায়। এক দেশে অস্ত যায়, কিন্তু অন্য দেশে উদয় হয়।

উন্দুলুসের মুসলিমরা গৃহহারা-দেশছাড়া হল। কিন্তু কিছু কালের মধ্যে আবার তাদের বিকাশ লাভের সুযোগ সামনে উপস্থিত হল। বিজাতীর মধ্য হতেও বহু মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয়

নিতে লাগল। আজ উন্দুলুসে মুসলিমদের সে তাজ ও সিংহাসন নেই ঠিকই, কিন্তু মুসলিম সে দেশ থেকেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। সংখ্যালঘু হয়ে থাকলেও আজও জাতির চিহ্ন আছে এবং থাকবেও। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, 'ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালাকে বা'দ।'

আজ বর্তমান বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখতে পারেন, ইসলাম-বিরোধী সকল কুফরী শক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। আর দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বজাতি ও স্বদেশী বহু মুনাফিক তাদের সহযোগিতা করে চলেছে। এতদ্সত্ত্বেও ইসলাম কত দ্রুততার সাথে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু বই-পুস্তক অসাধারণভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। প্রণীত ও অনূদিত গ্রন্থ তথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন ভাষার অনুবাদ সংখ্যা দিনের দিন বেড়েই চলেছে। শান্তির ধর্ম ইসলামের আগমন-বার্তা আজ বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে গেছে। শত বাধার পর্বত উল্লংঘন ক'রে ইসলাম নিজের পথ অতিক্রম ক'রে চলেছে। শত আঘাত সহ্য করেও মাথা তুলে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় নিরত আছে। দুর্দম গতিতে চলছে তার দুর্গম পথের যাত্রা। যত বাধা পায়, ততই তার ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। আর এটাই সত্যের প্রকৃতি।

'ইসলাম কী ফিতরত মেঁ কুদরত নে লচক দী হ্যায়,
উতনা হী উভরেগা জিতনা কে দাবাওগে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِىَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِى مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّى سَأَلْتُ رَبِّى

لأُمَّتِى أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّى قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّى إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّى أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ».

“নিশ্চয় আল্লাহ আমার জন্য পৃথিবীকে গুটিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম (অর্থাৎ পুরোটাই) দেখেছি। নিশ্চয় আমার উম্মতের রাজত্ব ততদূর পৌঁছবে, যতদূর আমার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরোটাই)। আর আমাকে দেওয়া হয়েছে লাল ও সাদা (স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভান্ডার)। আমি আমার প্রতিপালকের আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করেন। তিনি যেন তাদের নিজেদের মধ্যকার ছাড়া কোন বাইরের শত্রুকে তাদের উপর আধিপত্য না দেন, যারা তাদের আম জনতা (বা রাজ্য)কে ধ্বংস করা বৈধ মনে করবে। সুতরাং আমার প্রতিপালক বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আমি যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করি, তখন তা রদ্দ হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য প্রদান করেছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না। তাদের নিজেদের মধ্যকার ছাড়া কোন বাইরের শত্রুকে তাদের উপর আধিপত্য দান করব না, যারা তাদের আম জনতা (বা রাজ্য)কে ধ্বংস করা বৈধ মনে করবে; যদিও বিশ্বের সকল লোক তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই একে-অপরকে ধ্বংস করবে এবং নিজেরাই একে-অন্যকে বন্দী করবে।” *(আহমাদ ১৭১১৫, মুসলিম ৭৪৪১, আবূ দাউদ ৪২৫২, তিরমিযী ২১৭৬, ইবনে মাজাহ ২৯৫২নং)*

ইতিহাসের পাতা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, মুসলিমদের যত পরিমাণ ক্ষতি স্বজাতির দ্বারা হয়েছে, ততটা ক্ষতি বিজাতির দ্বারা হয়নি। আজও সেই পরিস্থিতি বর্তমান রয়েছে যে, যে দেশে মুসলিমরা সংখ্যালঘু, সে দেশে মুসলিমদের ততটা রক্ত বয় না, যতটা বয়ে যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে।

(১৪)

এ উম্মতের প্রতি যালেমের বিশেষ জাহান্নাম

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত, এ উম্মত মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়। আর যে ব্যক্তি প্রিয়তমকে কষ্ট দেবে, তার প্রতি যুলুম ও অন্যায় করবে, তার জান ও মালের ক্ষতি করবে, সে ব্যক্তি কি তাঁর কাছে সবার চাইতে বেশি ঘৃণ্য ও জঘন্য অপরাধী হবে না?

সুতরাং এ উম্মতকে যে ব্যক্তি বা যে জাতি কষ্ট দেবে, তার প্রতি অন্যায়াচরণ প্রদর্শন করবে, এ করুণাপ্রাপ্ত উম্মতকে অযথা উত্যক্ত করবে, তার মাঝে রক্তপাত ঘটাবে, তার ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে, সে ব্যক্তি ও জাতিকে মহান স্রষ্টা বেশি ঘৃণা করবেন এবং কঠিন শাস্তি দেবেন। এমনকি এই শ্রেণীর ব্যক্তি বা জাতির জন্য জাহান্নামের একটি বিশেষ দরজা নির্ধারিত রেখেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

{وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (٤٣) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ} (٤٤) سورة الحجر

“অবশ্যই (শয়তানের অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান

হবে জাহান্নাম।' ওর সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে পৃথক পৃথক দল আছে।" (হিজ্‌র ঃ ৪৩-৪৪)

অতঃপর বললেন,

((لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَهُ عَلَى أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)).

"জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে, তার মধ্যে একটি দরজা সেই ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের (বা উম্মতে মুহাম্মাদীর) বিরুদ্ধে তরবারি বের করবে।" *(তিরমিযী ২ ১২৩, আহমাদ ৯/ ১৯৫, বুখারীর তারীখে কাবীর ২/২৩৫, হাদীসটিকে আল্লামা আহমাদ শাকের ও শায়খ বান্না সাআতী 'সহীহ' বলেছেন। কিন্তু আল্লামা আলবানী ও শুআইব আরনাঊত 'যয়ীফ' বলেছেন।)*

মুসলিম উম্মাহ মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী উম্মাহ। তার দুশমন যে মহান প্রতিপালকের কাছে কঠিন ও বিশেষ শাস্তি পাবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই সেই উম্মাহ, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, সেও ভালো। তবুও এই উম্মাহর একটি মুসলিম যেন ধ্বংস না হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَزَوَالُ الدُّنْيَا ، أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ ، مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)).

"একজন মুসলিম খুন হওয়ার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।" *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাহর জন্য, শ্রেষ্ঠত্বের মহান মর্যাদা। এ বৈশিষ্ট্য কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর।

(১৫)
এই উম্মাহ সৎ-অসতের সাক্ষী

মহান আল্লাহ এই উম্মতকে এমন মর্যাদা দান করেছেন যে, তারা অন্যান্য জাতি ও মানুষের জন্য সাক্ষী হবে, দুনিয়া ও আখেরাতে। আমরা জানি,

"নিজেরে যে 'ভালো' কয়, ভালো সে নয়,
দশে যারে 'ভালো' কয়, ভালো সে হয়।"

দশজন ভালো লোক কোন মানুষকে 'ভালো' বললে, সে আল্লাহর কাছে 'ভালো' হয়। কোন ব্যক্তির ব্যাপারে উম্মাহর ভালো লোক 'ভালো' বলে সাক্ষী দিলে মহান আল্লাহ সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং সেই ব্যক্তির সাথে ভালোর মতো অনুগ্রহ প্রদান করেন।

আনাস ﷺ বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, "অবধারিত হয়ে গেল।" উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'কী অবধারিত হয়ে গেল?' তিনি বললেন,

((هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً ، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً ، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرض)).

"তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর (নিয়োজিত) সাক্ষী।" *(বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম*

২২৪৩নং)

অন্য এক হাদীসে আছে, একদা মহানবী ﷺ বললেন,

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تُوشِكُونَ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ خِيَارُكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ)).

"হে লোক সকল! তোমরা প্রায় চিনতে পারবে, জান্নাতী কে আর জাহান্নামী কে অথবা ভালো কে আর মন্দ কে।"

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কীভাবে?' তিনি বললেন,

((بِالثَّنَاءِ السَّيِّئِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ)).

"নিন্দা ও প্রশংসা দ্বারা। তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একে-অন্যের জন্য সাক্ষী।" *(আহমাদ ৩/৪১৬, ইবনে মাজাহ ৪২২১, ইবনে হিব্বান ৭৩৪১নং)*

উম্মতের আপামর লোক অথবা বহু সংখ্যক লোক কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তো অবশ্যই সে সাক্ষ্য যে কোনও জাতির বিচারে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার দুটি লোক সাক্ষ্য দিলেও সে সাক্ষ্য মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবুল আসওয়াদ বলেন, একদা আমি মদীনায় এসে উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর নিকট বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তার প্রশংসা করা হল। উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল।' অতঃপর আর একটা জানাযা পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা পার হলে তার নিন্দা করা হলে উমার ﷺ বললেন, 'ওয়াজেব হয়ে গেল।' আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, 'কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু'মিনীন!' তিনি বললেন, 'আমি বললাম, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন,

((أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ ، أَدْخَلَهُ اللهُ الجَنَّةَ)).

"যে মুসলমানের নেক হওয়ার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" আমরা বললাম, 'আর তিনজন?' তিনি বললেন, "তিনজন হলেও।" আমরা বললাম, 'আর দু'জন?' তিনি বললেন, "দু'জন হলেও।" অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। *(আহমাদ ১/২২, বুখারী ১৩৬৮, ২৬৪৩, তিরমিযী ১০৫৯নং)*

জ্ঞাতব্য যে, হাদীসে উল্লিখিত 'তোমরা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর সাক্ষী' বাক্য দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-কে এবং তাঁদের অনুসারী নেক ও সৎ মানুষকে বুঝানো হয়েছে। উম্মতের কোন ফাসেক, মুশরিক, কাফের বা মুনাফিক কোনক্রমেই উদ্দিষ্ট নয়। এই জন্য কোন কোন বর্ণনায় 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। *(দ্রঃ বুখারী ২৬৪২নং, ফাতহুল বারী ২/২২৯, শারহুয যুরকানী ৭/৪৭৩)*

যেমন 'যে স্ত্রীর কাছে ভালো, সে সবার কাছে ভালো' হাদীসের অর্থ হল, ভালো স্ত্রীর কাছে ভালো। নচেৎ খারাপ স্ত্রীর কাছে তার ভালো স্বামী 'ভালো' হতে পারে না।

বলা বাহুল্য, উক্ত প্রশংসা, যার ভিত্তিতে জান্নাত লাভ হবে, কেবল তাদের জন্য হবে, যাদের ব্যাপারে সমাজের সৎ লোকেরা সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং তাদের আমল সেই মোতাবেক সঠিক হবে। তা না হলে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত অসৎ লোকেরা প্রশংসা করলে অথবা আমল না জেনে অনুমানে প্রশংসা করলে অথবা পরিকল্পিতভাবে লোক দ্বারা প্রশংসা করানো হলে, তার ভিত্তিতে জান্নাতের অধিকারী হওয়া যাবে না।

অবশ্য যে কাফের বা মুশরিক নয়, কিন্তু কাবীরা গোনাহর অপরাধী,

এমন মানুষের জন্য পাঁচটা ভালো লোকের সাক্ষ্য কাজে দেবে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তার প্রশংসা লোকমুখে প্রচারিত হবে এবং মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক'রে জান্নাতের অধিবাসী বানাবেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। যেমন পাঁচজনের সুপারিশ ও দুআ সেই ব্যক্তির জন্য ফলপ্রসূ হয়, তেমনি ফলপ্রসূ হয় পাঁচজনের মুখে তার প্রচারিত সুনাম।

(১৬)
পাপ-চিন্তা ধর্তব্য নয়

মানুষের মন কত কথা বলে, মানুষ মনে মনে কত কী কুচিন্তা করে, মনের আকাশে কত পাপ-চিন্তার তারকা উদয় হয়, সে সকল মনের কুকথা ও কুচিন্তা এ উম্মাহর জন্য সুমহান প্রতিপালকের কাছে ধর্তব্য নয়, বরং তা ক্ষমার্হ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের সে কথাকে অতিক্রম করেন, যা তারা মনের সাথে বলে; যতক্ষণ না তারা তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।" *(বুখারী ২৫২৮, ৫২৬৯, মুসলিম ৩৪৬নং, সুনান আরবাআহ)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর যখন অবতীর্ণ হল,

{لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.

"দ্যুলোকে-ভূলোকে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (বাক্বারাহ ঃ ২৮৪)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবাগণের জন্য ব্যাপারটা কঠিন মনে হল। সুতরাং তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং নতজানু হয়ে বসে বললেন, 'আমাদেরকে আমাদের সাধ্যানুসারে কিছু আমল করার ভার দেওয়া হয়েছে ঃ সালাত, সিয়াম, জিহাদ, সাদাকা। কিন্তু আপনার উপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যার নির্দেশ মান্য করতে আমরা অক্ষম।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ».

অর্থাৎ, তোমরা কি তেমন কিছু বলতে চাও, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী দুই কিতাবধারী (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান)রা বলেছিল, 'শুনলাম ও অমান্য করলাম?' বরং তোমরা বল, "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

সুতরাং তাঁরা বললেন, "আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।"

অতঃপর যখন লোকেরা আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিভে সেটি সহজে পঠিত হতে থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা তারপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন,

{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

"রসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে সে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং বিশ্বাসিগণও। সকলে আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশ্তাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রসূলগণে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (তারা বলে,) 'আমরা তাঁর রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' আর তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই, আর তোমারই দিকে (আমাদের) প্রত্যাবর্তন হবে।" (সূরা বাক্বারা ২৮৫ আয়াত)

যখন তাঁরা এ কাজ করলেন, তখন পূর্ববর্তী আয়াতটিকে মহান আল্লাহ মনসূখ (রহিত) ক'রে দিলেন। অতঃপর (তার পরিবর্তে) অবতীর্ণ করলেন,

{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}

"আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে সে তার (প্রতিফল পাবে)। হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।'

আল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ!'

{رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না।'

আল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ!'

{رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ}

'হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।'

আল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ!'

{وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

'আর তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।'

আল্লাহ বললেন, 'হ্যাঁ!' (আহমাদ ২/৪১২, মুসলিম ৩৪৪নং, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১/২২১)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﵇ নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে বললেন, 'এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। ইতোপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হল। এই ফিরিশ্তা যে দুনিয়াতে অবতরণ করেছে, ইতোপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি।' সুতরাং তিনি এসে নবী ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, "আপনি

দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (সে দু'টি হচ্ছে) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৯১৩নং)*

(১৭)
ভুলবশতঃ কৃত অপরাধ ক্ষমার্হ

উপর্যুক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ বৈশিষ্ট্য কেবল শেষ নবী ও তাঁর উম্মতের জন্য। সেখান থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, মনের কুখেয়ালের সাথে সাথে উম্মাহর আরো কয়েকটি বিষয় মহান আল্লাহর নিকট ধর্তব্য নয়। আর সেগুলি হল ঃ

এক ঃ অনিচ্ছাকৃত ভুল ক'রে করা কোন অপরাধ।

দুই ঃ বিস্মৃত হয়ে বা স্মরণে না থেকে ক'রে ফেলা কোন অপরাধ।

তিন ঃ নিরুপায় হয়ে করা অথবা অন্যের চাপে বাধ্য হয়ে করা কোন অপরাধ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عزّ وجلّ وَضَعَ عَن أُمّتِي الخطأ ، والنِّسيان ، وما استُكرِهُوا عليهِ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে মার্জনা করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং, বাইহাকী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)*

নামাযের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً

أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)).

"কেউ ঘুমিয়ে গেলে তা তার শৈথিল্য নয়। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে যাবে, তখন তার উচিত, তা স্মরণ (বা জাগ্রত) হওয়া মাত্র পড়ে নেওয়া। *(তিরমিযী ১৭৭, নাসাঈ ৬১৫, ইবনে মাজাহ ৬৯৮নং)*

রোযার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ ، فَأَكَلَ ، أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ)).

"যখন কোন ব্যক্তি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলবে, তখন সে যেন তার রোযা (না ভেঙ্গে) পূর্ণ ক'রে নেয়। কেননা, আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।" *(বুখারী ১৯৩৩, ৬৬৬৯, মুসলিম ২৭৭২নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (٥) سورة الأحزاب

"যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আহ্যাব ঃ ৫)

{مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١٠٦) النحل

"কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহর সাথে কুফরী করলে এবং

কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।" *(নাহ্‌লঃ ১০৬)*

(১৮)
সালাম

উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য হল, তারা সাক্ষাৎকালে আপোসে জান্নাতীতের অভিবাদন বিনিময় করে। 'আস্-সালামু আলাইকুম' বলে একে-অপরকে শান্তি লাভের (এবং অনেক সময় রহমত ও বর্কত লাভের) দুআ দিয়ে থাকে। আর তা দেখে বা শুনে ইয়াহুদীদের হিংসা হয়।

(১৯)
ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদীদের 'আমীন' বলা

এটিও মুহাম্মাদী উম্মতের একটি পৃথক বৈশিষ্ট্য। ইয়াহুদীরা মুসলিমদের নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের পর মুক্তাদীদের 'আমীন' বলা শুনেও হিংসা করে।

নামাযে সূরা ফাতিহা শেষ ক'রে মহানবী ﷺ (জেহরী নামাযে) সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলতেন। *(বুখারী জুযউল ক্বিরাআহ, আবূ দাউদ ৯৩২, ৯৩৩নং)*

পরন্তু তিনি মুক্তাদীদেরকে ইমামের 'আমীন' বলা শুরু করার পর 'আমীন' বলতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায যা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা

'আমীন' বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলে থাকেন। আর ইমামও 'আমীন' বলে। (অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়- (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা একই সাথে হয় - তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।" *(দেখুন, বুখারী ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুসলিম, আবূ দাউদ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাসাঈ, দারেমী)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ইমাম 'গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায যা-ল্লীন' বললে তোমরা 'আমীন' বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লিখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন।" *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৫১৩নং)*

বলাই বাহুল্য যে, 'আমীন' এর অর্থ 'কবুল বা মঞ্জুর কর।' সূরা ফাতিহার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনা করা হয়, তা মঞ্জুর করা জন্যই তার শেষে 'আমীন' বলা হয়। কিন্তু সশব্দে জামাআতী 'আমীন' বলা শুনে হিংসায় ওদের গা-জ্বালা করে!

(২০)
সাপ্তাহিক ঈদের জন্য সঠিক দিনের দিশা

ইয়াহুদীরা শনিবার ও খ্রিস্টানরা রবিবার তাদের সাপ্তাহিক ঈদ বা ছুটির দিন পানল ক'রে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট সঠিক দিন হল শুক্রবার, যার ব্যাপারে এই উম্মাহকে সঠিক সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার সেই দিন, যে দিনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে মহানবী ﷺ

বলেছেন,

((خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)).

"যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(মুসলিম ২০১৩নং)*

((سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَهُ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)).

"জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এই দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে; যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এই দিনকে ভয় করে।" *(আহমাদ ১৫৫৪৮নং)*

(২১)
সঠিক ক্বিবলার দিশা

ইয়াহুদীদের ক্বিবলা হল বায়তুল মাক্বদিস, জেরুজালেমের মসজিদ। যখন রসূল ﷺ হিজরত ক'রে মক্কা থেকে মদীনায় যান, তখন প্রায় ১৬-১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়েন। তবে তাঁর ইচ্ছা এটাই হতো যে, কা'বা শরীফের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়া হোক, যা ইব্রাহীম عليه السلام-এর ক্বিবলা। আর এর জন্য তিনি দুআও করতেন এবং বারবার আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ ক্বিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। তা দেখে ইয়াহুদী ও মুনাফিক্বরা হাঙ্গামা শুরু করে দিয়েছিল।

এই উম্মাহর নামাযের সময় ক্বিবলামুখী হওয়া অন্যতম শর্ত। সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে এই ক্বিবলা কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর এটা তাদেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

একদা ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করে বলল, 'আস্-সা-মু আলাইকুম।' তারা 'সালাম'-এর বদলে 'সা-ম' দিয়ে বলল, তোমাদের উপর মৃত্যু হোক।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রেগে গেলেন। তিনি বলেন, আমি তাদের কথা বুঝে গিয়েছিলাম। তাই আমিও তাদের উত্তরে বললাম, 'অআলাইকুমুস সা-মু অলনা'নাহ।' অর্থাৎ, তোমাদের উপরেও মৃত্যু ও অভিশাপ হোক।

(অন্য এক বর্ণনায়, 'বাল আলাইকুমুস সা-ম অয-যাম।' তোমাদের উপরেও মৃত্যু ও গ্লানি হোক।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

(مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ).

অর্থাৎ, থামো হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে ভালবাসেন। (তুমি ঠোঁটকাটা হয়ো না হে আয়েশা!)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'ওরা কী বলল, আপনি কি শুনেননি?'

তিনি বললেন, (শুনেছি বলেই তো) বললাম, 'অআলাইকুম।' *(বুখারী ৬০২৪, মুসলিম ৫৭৮৪, ৫৭৮৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ ».

অর্থাৎ, "হে আয়েশা! নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন, তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।" *(মুসলিম ৬৭৬৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسَّدٌ ، وَهُمْ لا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى السَّلامِ ، وَعَلَى آمِينَ)).

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইয়াহুদী হিংসুটে সম্প্রদায়। আর ওরা আমাদের সালাম ও আমীনের উপর যেমন হিংসা করে, অন্য কিছুর উপর তেমন হিংসা করে না। *(ইবনে খুযাইমা ৫৭৪, ১৫৮৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((إِنَّهُمْ لا يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الَّتِي هَدَانَا

اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُّوا عَنْهَا، وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الإِمَامِ آمِينَ)).

"ওরা যেভাবে (নিম্নের জিনিসগুলির ব্যাপারে) আমাদের প্রতি হিংসা করে, সেভাবে অন্য কোন জিনিসের ব্যাপারে করে না ঃ-

জুমআহ ঃ যার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং ওরা ভ্রষ্ট হয়েছে।

ক্বিবলাহ ঃ যার ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং ওরা ভ্রষ্ট হয়েছে।

এবং ইমামের পিছনে আমাদের 'আমীন' বলার ব্যাপারে।

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنّ اليَهُودَ لَيحْسُدُونَكمْ على السَّلامِ والتَّأْمِينِ)).

"নিশ্চয় ইয়াহুদীরা তোমাদের প্রতি সালাম ও আমীন বলার উপর হিংসা করে।" *(খতীব, যিয়া, সিঃ সহীহাহ ৬৯২নং)*

(২২)
ভূপৃষ্ঠের পবিত্রতা

ইসলামে পবিত্রতার বিধান আছে। আর তার জন্য পানি বড় আবশ্যকীয় জিনিস। কিন্তু পবিত্র মাটিকে পানির বিকল্পরূপ পবিত্রতার মাধ্যম গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানির ব্যবহার ক্ষতিকর হলে পানি দ্বারা ওযূ-গোসলের পরিবর্তে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম ক'রে নামায পড়ার বিধান আছে এই উম্মতের জন্য।

এই উম্মতের জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ (নামাযের জায়গা) করা হয়েছে। যে কোন পবিত্র জায়গায় নামায পড়া বৈধ মুসলিমদের জন্য।

অথচ অন্যান্য নবীগণ ও তাঁদের উম্মতের নির্দিষ্ট উপাসনালয় ছাড়া উপাসনা হতো না।

বলা বাহুল্য, যে মাটি পবিত্র, সে মাটির বর্তমান মালিক মুসলিম হোক বা অমুসলিম, তা দিয়ে তায়াম্মুম ক'রে পবিত্র হওয়া যাবে এবং তার উপর নামায আদায় করা যাবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ».

"সকল মানুষ (উম্মতের) উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে; আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশ্তাবর্গের কাতারের মতো, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।" *(মুসলিম ১১৯৩, মিশকাত ৫২৬নং)*

(২৩)
নামাযে কাতার বাঁধা

নামায আদায়ের জন্য কাতার বেঁধে দাঁড়ানো, এটি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। বরং মুসলিমদের এই কাতার বাঁধা, প্রতিপালকের সম্মুখে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মতো।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ».

"সকল মানুষ (উম্মতের) উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে; আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশ্তাবর্গের কাতারের মত, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে।" *(মুসলিম ১১৯৩, মিশকাত ৫২৬নং)*

ফিরিশ্তাবর্গের মতো কাতার বাঁধার গুরুত্ব আরোপ ক'রে এবং কাতার কেমন হয়, তার বর্ণনা দিয়ে মহানবী ﷺ একদা বললেন,

((أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِندَ رَبِّهَا ؟))

"ফিরিশ্তামণ্ডলী যেরূপ তাদের প্রভুর নিকট সারিবদ্ধ হন, তোমরা কি সেরূপ সারিবদ্ধ হবে না।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তামণ্ডলী তাদের প্রভুর নিকট কীরূপ সারিবদ্ধ হন?' তিনি বললেন,

((يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ)).

"প্রথম সারিগুলো পূর্ণ করেন এবং সারিতে ঘন হয়ে দাঁড়ান।" *(মুসলিম ৯৯৬, আবূ দাউদ ৬৬১, মিশকাত ১০৯১নং)*

মুসলিমরা কাতার বেঁধে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে। কালোর পাশে ধলো, শিক্ষিতের পাশে অশিক্ষিত, ধনীর পাশে গরীব, পায়ে পা লাগিয়ে, বাহুমূলে বাহুমূল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে এক ইমামের অনুসরণ করে সবাই নামায পড়ে। কী সুন্দর সে দৃশ্য! কতই সুন্দর সে চিত্র!

কবি ইক্বাল নামাযের চিত্রটা এইভাবে এঁকেছেন,

'এক হী সাফ মে খাড়ে হো গায়ে মাহমূদ ও আয়ায,
না কোই বান্দা রাহা আওর না কোই বান্দা নাওয়ায।'

অর্থাৎ, একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন মাহমূদ (সুলতান মাহমূদ গযনভী) ও তাঁর ক্রীতদাস। সে সময়ে কে দাস এবং কে দাসের মালিক তার কোন পার্থক্য রইল না। দরবারে ইলাহীতে সবাই সমান।

(২৪)
এশার নামায

সূর্য ডোবার দেড় ঘন্টা পরে, যখন মানুষ নিজ বিছানায় আশ্রয় নিতে যায়, তার আগে মহান প্রতিপালককে একবার বিশেষভাবে স্মরণ ক'রে নেওয়ার জন্য মুসলিমরা এশার নামায আদায় ক'রে থাকে। অন্য কোন জাতির মধ্যে এই নামায ছিল না।

মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, একদা আমরা এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সেদিন তিনি এতটাই দেরি করছিলেন যে, কিছু লোক ধারণা করল, তিনি হয়তো আর নামাযের জন্য বেরই হবেন না। এমনকি কিছু লোক বলতে লাগল, তিনি নামায পড়ে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি (বাসা হতে মসজিদে) বের হয়ে এলেন। লোকেরা যা বলাবলি করছিল, তা তাঁর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন,

« أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ ».

"এই নামাযকে তোমরা বিলম্ব ক'রে পড়। যেহেতু এই নামায দ্বারা তোমাদেরকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। আর

তোমাদের পূর্বে কোন উম্মত এ নামায পড়েনি।" (আহমাদ ৫/২৩৭, আবূ দাউদ ৪২১, ইবনে আবী শাইবাহ ১/২৯১-২৯২, সঃ জামে' ১০৪৩নং)

(২৫)
শবেক্বদর

১। শবেক্বদরের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। মহান আল্লাহ এই রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সে রাতের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনা করার জন্য কুরআন মাজীদের পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই সূরার নামকরণও হয়েছে তারই নামে। মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেক্বদরে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান, শবেক্বদর কি? শবেক্বদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(ক্বাদ্‌রঃ ১-৩)*

এক হাজার মাস সমান ৩০ হাজার রাত্রি। অর্থাৎ এই রাতের মর্যাদা ৩০,০০০ গুণ অপেক্ষাও বেশী! সুতরাং বলা যায় যে, এই রাতের ১টি তসবীহ অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ তসবীহ অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ এই রাতের ১ রাকআত নামায অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ রাকআত অপেক্ষা উত্তম।

বলা বাহুল্য, এই রাতের আমল শবেক্বদর বিহীন অন্যান্য ৩০ হাজার রাতের আমল অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই

রাতে ইবাদত করল, আসলে সে যেন ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশী সময় ধরে ইবাদত করল।

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার উপর কত বড় আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাকে তার সংক্ষিপ্ত আয়ুষ্কালে অধিকাধিক সওয়াব অর্জন করার সহজ পন্থা দান করেছেন।

২। শবেক্বদরের রাত হল মুবারক রাত, অতি বর্কতময়, কল্যাণময় ও মঙ্গলময় রাত। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ} (٣) سورة الدخان

অর্থাৎ, আমি এ কুরআনকে বর্কতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। *(দুখান ঃ ৩)*

উক্ত বর্কতময় রাত্রি হল 'লাইলাতুল ক্বাদ্‌র' বা শবেক্বদর। আর শবেক্বদর নিঃসন্দেহে রমযানে। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রি শবেবরাতের রাত্রি নয়; যেমন অনেকে মনে করে থাকে এবং ঐ রাত্রে বৃথা মনগড়া ইবাদত করে থাকে। কারণ, কুরআন (লাওহে মাহফূয থেকে) অবতীর্ণ হয়েছে (অথবা তার অবতারণ শুরু হয়েছে) রমযান মাসে। কুরআন বলে,

((شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ))

অর্থাৎ, রমযান মাস; যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

আর তিনি বলেন,

((إِنا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেক্বদরে অবতীর্ণ করেছি। *(ক্বাদ্‌র ঃ ১-৩)*

আর এ কথা বিদিত যে, শবেক্বদর হল রমযানে; শা'বানে নয়।

৩। এই রাত সেই ভাগ্য-রাত; যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(দুখান ঃ ৪)*

৪। এটা হল সেই রাত; যে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। (ক্বাদ্‌র ঃ ৪)

অর্থাৎ, যে কাজের ফায়সালা ঐ রাতে করা হয় তা কার্যকরী করার জন্য তাঁরা অবতরণ করেন। মহান আল্লাহ বলেন,

((تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ))

৫। এ রাত হল সালাম ও শান্তির রাত। মহান আল্লাহ বলেন,

((سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ))

অর্থাৎ, সে রজনী ফজর উদয় পর্যন্ত শান্তিময়। (ক্বাদ্‌র ঃ ৫)

পূর্ণ রাতটাই শান্তিতে পরিপূর্ণ; তার মধ্যে কোন প্রকার অশান্তি নেই। রাত্রি জাগরণরত মুমিন নারী-পুরুষের জন্য এ হল শান্তির রাত্রি। শয়তান তাদের মাঝে কোন প্রকার অশান্তি আনয়ন করতে পারে না। অথবা সে রাত্রি হল নিরাপদ। শয়তান সে রাত্রে কোন প্রকার অশান্তি ঘটাতে পারে না। অথবা সে রাত হল সালামের রাত। এ রাতে অবতীর্ণ ফিরিশ্তাকুল ইবাদতকারী মুমিনদেরকে সালাম জানান।

৬। এ রাত্রি হল কিয়াম ও গোনাহ-খাতা মাফ করাবার রাত্রি। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমান রেখে ও নেকী লাভের আশা করে শবেক্বদরের রাত্রি কিয়াম করে (নামায পড়ে), সে ব্যক্তির পূর্বেকার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৫, মুসলিম ৭৬০ নং, সুনানে আরবাআহ)*

একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ-কে পূর্ববর্তী লোকেদের বয়স দেখানো হল। তিনি তাঁদের বয়সের তুলনায় উম্মতের বয়স (৬০-৭০ বছর)কে অল্প মনে করলেন। বেশি বয়স পেয়ে তাঁরা যত বেশি আমল ক'রে মর্যাদালাভ করতে পেরেছেন, তাঁর উম্মত তা পারবে না।

সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁকে সেই আশা পূরণের জন্য শবেক্বদর দান করলেন।

বর্ণনার দিক থেকে কথাটি যয়ীফ হলেও অর্থের দিক থেকে সহীহ। তাই বলা যায় যে, শবেক্বদর কেবল এই উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য।

(২৬)
হজ্জের বিশ্ব-সম্মেলন

মহান আল্লাহ প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনে একবার মক্কার কা'বাগৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। এই হজ্জ বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতেই হয় সারা বিশ্ব থেকে আগত মুসলিমদের একটি মহা সম্মেলন। এমন কোন জাতি নেই, যারা তিন-চার মিলিয়ন সংখ্যায় মহান আল্লাহর কোন ইবাদত আদায়ের জন্য এক শ্রেণীর লেবাসে, এক রকম ভাষাতে এবং একই ধরনের প্রতীকী বাণী উচ্চারণ ক'রে একই জায়গায় উপস্থিত হয়।

এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য হল, তারা একতাবদ্ধ হয়ে অদ্বিতীয় উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত করবে এবং দলে দলে বিচ্ছিন্ন হবে না। নামাযের জামাআত, জুমআহ, ঈদ, জানাযা প্রভৃতিও মুসলিমদের ঐক্য, সংহতি, শক্তি ও জামাআতবদ্ধতার স্পষ্ট দলীল।

অবশ্য শতধা বিচ্ছিন্ন সে উম্মত আজ সে বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। আকীদা ও আমলে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহকে বর্জন ক'রে তারা নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ নিজ মযহাব, দল ও জামাআত বানিয়ে নিয়েছে।

মহান আল্লাহ এ দিশেহারা উম্মতকে হিদায়াতের আলো দান করুন। আমীন।

(২৭)
সূরা ফাতিহা ও সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত

এই উম্মতকে সূরা ফাতিহা দান করা হয়েছে। আর সূরা বাক্বারার শেষ ২টি আয়াত আরশের নিম্নস্থ ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে মাথা তুলে তিনি বললেন, 'এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।' অতঃপর তিনি বললেন, "তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, "(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দুটি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতেহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।" *(মুসলিম ৮০৬নং)*

তিনি বলেছেন,

«فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلاَثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلاَئِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي».

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় দিয়ে আমাদেরকে লোকেদের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব

দান করা হয়েছে ঃ আমাদের কাতারকে ফিরিশ্তামন্ডলীর কাতারের মতো গণ্য করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল স্থানকে আমাদের জন্য মসজিদ বানানো হয়েছে। পানি না পেলে তার মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতার মাধ্যম বানানো হয়েছে। আর আমাকে সূরা বাক্বারার শেষাংশের এই আয়াতগুলি আরশের নিচের ভান্ডার থেকে দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি। *(আহমাদ ২৩২৫১, মুসলিম ১১৯৩, নাসাঈ কুবরা ৮০২২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)).

"যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টি যথেষ্ট হবে।" *(বুখারী ৪০০৮, মুসলিম ১৯১৪-১৯১৬নং)*

বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

(২৮)

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান

উম্মতে মুসলিমার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হল, তারা মানুষকে সৎকাজে আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজে বাধাদান করবে। যে কাজ না করার ফলে পূর্ব বহু উম্মত অভিশপ্ত হয়েছে এবং যে কাজের দায়িত্ব বহন করার ফলে এই উম্মত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ} (১১০) سورة آل عمران

"তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস রাখবে।" (আলে ইমরান ঃ ১১০)

না, স্বঘোষিত অভিভাবক নয়, বরং মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে পাওয়া অভিভাবকত্ব। আর তার দায়িত্ব হল, নিজ অধীনে থাকা মানুষজনের সঠিক অভিভাবকত্ব করা। প্রত্যেক মু'মিন-মু'মিনার সঠিক অভিভাবকত্ব করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (৭১) سورة التوبة

"বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা।" (তাওবাহ ঃ ৭১)

এ মর্মে মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ হল,

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ)).

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(আহমাদ ১১০৭৪, মুসলিম ১৮-৬নং, আসহাবে সুনান)*

(২৯)
যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বৈধতা

পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কোন কোন নবীর উপর জিহাদ বিধিবদ্ধ ছিল না। আবার যাঁর উপর জিহাদ বিধিবদ্ধ ছিল, তাঁর জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমতের মাল) হালাল ছিল না। কারো জন্য বিধান এই ছিল যে, গনীমতের সমস্ত মাল এক জায়গায় জমা করা হতো। অতঃপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আগুন এসে তা গ্রাস ক'রে নিত। *(ফাতহুল বারী ১/৪৩৮)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((غَزَا نبيٌّ مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَومِهِ : لا يَتْبَعَنِّي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأةٍ وَهُوَ يُريدُ أنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا ، وَلا أحَدٌ بَنَى بُيُوتاً لَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا ، وَلا أحَدٌ اشْتَرَى غَنَماً أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلادَها. فَغَزَا فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ صَلاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيباً مِنْ ذلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأمُورَةٌ وَأنَا مَأمُورٌ ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا ، فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ ، فَجَمَعَ الغَنَائِمَ فَجَاءتْ – يعني النَّارَ – لِتَأكُلَهَا فَلَمْ تَطعَمْها ، فَقَالَ :

إنَّ فِيكُمْ غُلُولاً ، فَلْيُبايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلةٍ رَجُلٌ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ: فِيكُمُ الغُلُولُ فَلْتُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَينِ أَوْ ثَلاثَةٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ : فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاؤُوا بِرَأْسٍ مِثلِ رَأسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ ، فَوَضَعَهَا فَجاءت النَّارُ فَأكَلَتْها . فَلَمْ تَحلَّ الغَنَائِمُ لأَحَدٍ قَبْلَنَا ، ثُمَّ أحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ لَمَّا رَأى ضَعْفَنا وَعَجْزَنَا فَأحَلَّهَا لَنَا)).

"নবীদের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদের জন্য বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'আমার সঙ্গে যেন ঐ ব্যক্তি না যায়, যে নতুন বিবাহ করেছে এবং সে তার সাথে বাসর করার কামনা রাখে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত সে তা করেনি। আর সেও নয়, যে ঘর নির্মাণ করেছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত ছাদ ঢালেনি। আর সেও নয়, যে গর্ভবতী ভেড়া-ছাগল কিংবা উটনী কিনেছে এবং সে তাদের বাচ্চা হওয়ার অপেক্ষায় আছে।' অতঃপর সেই নবী জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তারপর তিনি আসরের নামাযের সময় অথবা ওর নিকটবর্তী সময়ে ঐ গ্রামে (যেখানে জিহাদ করবেন সেখানে) পৌঁছলেন। অতঃপর তিনি সূর্যকে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, 'তুমিও (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ এবং আমিও (তাঁর) আজ্ঞাবহ। হে আল্লাহ! একে তুমি আটকে দাও (অর্থাৎ যুদ্ধের ফলাফল বের না হওয়া পর্যন্ত সূর্য যেন না ডোবে)।' বস্তুতঃ সূর্যকে আটকে দেওয়া হল। এমনকি আল্লাহ তাআলা (ঐ জনপদটিকে) তাদের হাতে জয় করালেন। অতঃপর তিনি গনীমতের মাল জমা করলেন। তারপর তা গ্রাস করার জন্য (আসমান থেকে) আগুন এল; কিন্তু সে তা খেল না (ভস্ম করল না)। (এ দেখে) তিনি বললেন, 'নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে খিয়ানত আছে (অর্থাৎ তোমাদের কেউ গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে)। সুতরাং প্রত্যেক গোত্রের

মধ্য হতে একজন আমার হাতে 'বায়আত' করুক।' অতঃপর (বায়আত করতে করতে) একজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে। সুতরাং তোমার গোত্রের লোক আমার হাতে 'বায়আত' করুক।' সুতরাং দুই অথবা তিনজনের হাত তাঁর হাতের সঙ্গে লেগে গেল। তিনি বললেন যে, 'তোমাদের মধ্যে খিয়ানত রয়েছে।' সুতরাং তারা গাভীর মাথার মত একটি সোনার মাথা নিয়ে এল এবং তিনি তা গনীমতের সাথে রেখে দিলেন। তারপর আগুন এসে তা খেয়ে ফেলল। (শেষনবী ﷺ বলেন,) "আমাদের পূর্বে কারো জন্য গণীমতের মাল হালাল ছিল না। পরে আল্লাহ তাআলা যখন আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন, তখন আমাদের জন্য তা হালাল ক'রে দিলেন।" *(বুখারী ৩১২৪, মুসলিম ৪৬৫৩নং)*

সুতরাং শেষনবী ﷺ-এর জন্য সে সম্পদ হালাল করা হল এবং কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য তা হালাল থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ».

"আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দেওয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) এক মাসের পথ চলার মত দূরত্বেও আমার ভীতি দুশমনদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, (২) আমার জন্য সারা পৃথিবীকে মসজিদ ও (তার মাটিকে) পবিত্রকারী করে দেওয়া হয়েছে,

অতএব আমার উম্মত যেখানেই থাকুক নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই সে যেন নামায পড়ে নেয়, (৩) আমার জন্য গনীমাতের সম্পদ বৈধ করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কারোর জন্য বৈধ ছিল না, (৪) আমাকে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে (৫) অন্য সকল নবীকে নির্দিষ্ট গোত্রের নিকট পাঠানো হয়েছিল আর আমাকে সকল মানুষের জন্য নবী করে পাঠানো হয়েছে।" *(বুখারী ৩৩৫, মুসলিম ১১৯১নং)*

(৩০)
শহীদ-সংখ্যার আধিক্য

মহান আল্লাহর দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য এবং তাঁর কালেমাকে উঁচু করার জন্য যাঁরা জিহাদে নিহত হন, তাঁরাই শহীদ। তাঁদেরকে মৃত বলা যায় না, কারণ তাঁরা মরেও অমর থাকেন।

শহীদের এত বিশাল মর্যাদা যে, খোদ মহানবী ﷺ সবার চাইতে বেশি মর্যাদাবান হওয়া সত্ত্বেও শহীদের মর্যাদা কামনা ক'রে বলেছেন,

((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ كُلِم ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ ، وَرِيحُهُ رِيحُ مِسْكٍ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً ، وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ ، ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلَ)).

"সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে!

আল্লাহর পথে দেহে যে কোন যখম পৌঁছে, কিয়ামতের দিনে তা ঠিক এই অবস্থায় আগমন করবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে। (টাটকা যখম ও রক্ত ঝরবে।) তার রং তো রক্তের রং হবে, কিন্তু তার গন্ধ হবে কস্তুরীর মত। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! যদি মুসলিমদের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম, তাহলে আমি কখনো এমন মুজাহিদ বাহিনীর পিছনে বসে থাকতাম না, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। কিন্তু আমার এ সঙ্গতি নেই যে, আমি তাদের সকলকে বাহন দিই এবং তাদেরও (সকলের জিহাদে বের হওয়ার) সঙ্গতি নেই। আর (আমি চলে গেলে) আমার পিছনে থেকে যাওয়া তাদের জন্য কষ্টকর হবে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন আছে! আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, আমি আল্লাহর পথে লড়াই করি এবং শহীদ হই। অতঃপর আবার (জীবিত হয়ে) লড়াই করি, পুনরায় শাহাদত বরণ করি। অতঃপর (পুনর্জীবিত হয়ে) যুদ্ধ করি এবং পুনরায় শহীদ হয়ে যাই।" *(বুখারী কিদয়ংশ ৩৬, ৩১২৩, ৭৪৫৭, ৭৪৬৩, মুসলিম ৪৯৬৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الكَرَامَةِ)) . وفي رواية : ((لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ)).

"কোন ব্যক্তি এমন নেই যে, জান্নাতে যাওয়ার পর এই লোভে জগতে ফিরে আসা পছন্দ করবে যে, ধরা পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবারই সে মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু শহীদ (তা করবে। কেননা,) সে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মান প্রত্যক্ষ ক'রে ইহজগতে ফিরে এসে দশবার শহীদ হতে কামনা করবে।" *(বুখারী ২৮১৭, মুসলিম ৪৯৭৬নং)*

অন্য বর্ণনানুযায়ী "সে প্রাপ্ত শাহাদাতের ফযীলত দেখে এ বাসনা করবে।" *(বুখারী ২৭৯৫নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِتَّ خِصَالٍ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ الْحَكَمُ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجَ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنَ مِنْ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ قَالَ الْحَكَمُ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنْ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ)).

"মহান আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে ৬টি দান; তার রক্তের প্রথম ক্ষরণের সাথে তার পাপ ক্ষমা করা হবে, জান্নাতে তার বাসস্থান দেখানো হবে, কবরের আযাব থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে, কিয়ামতের মহাত্রাস থেকে নিরাপত্তা পাবে, ঈমানের অলঙ্কার পরিধান করবে, সুনয়না হুরীদের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং তার নিজ পরিজনের মধ্যে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে।" *(আহমাদ ১৭১৮২, তিরমিযী ১৬৬৩, ইবনে মাজাহ ২৭৯৯, সহীহ তিরমিযী ১৩৫৮নং)*

কিন্তু শহীদের সেই আসল মর্যাদা সকলের পক্ষে অর্জন করা সহজ নয়। যেহেতু সঠিক জিহাদ সকল জায়গায় কায়েম নয়। সকলে জিহাদে শরীক হতেও সক্ষম নয়। কোথাও জিহাদের শর্তাবলী পূরণ না হওয়ার ফলে জিহাদ ফরয নয়। তবুও মহান করুণাময় আল্লাহ এ উম্মতের জন্য শহীদের মর্যাদা পাওয়ার অন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রেখেছেন। জিহাদের ময়দানে গিয়ে জীবন কুরবানী না করতে পারলেও নিম্নোক্ত কোন

উপায়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে।

১। শহীদ হওয়ার সত্য নিয়ত রেখে মৃত ব্যক্তি

প্রয়োজনে জিহাদে নামতে হবে, এ নিয়ত না থাকলে মুনাফিক হয়ে মরতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ)).

"যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনাও করেনি, সে মুনাফিক্বীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম ৫০৪০, আবূ দাউদ ২৫০৪নং)*

পক্ষান্তরে নিয়ত রেখেও যে জিহাদে শরীক হতে পারল না, সেও শহীদের মর্যাদা পাবে। তার নিয়ত ও মনের সংকল্পই তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছে দেবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ)).

"যে ব্যক্তি সত্য অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট শাহাদত প্রার্থনা করবে, তাকে আল্লাহ শহীদদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন; যদিও তার মৃত্যু নিজ বিছানায় হয়।" *(মুসলিম ৫০৩৯নং)*

মহান করুণাময় এ উম্মতের বিশেষ বিশেষ কষ্টের মরণে মৃতকে শহীদের মর্যাদা দান ক'রে থাকেন।

২। প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি।

৩। পেটের (যে কোন) রোগে মৃত ব্যক্তি।
৪। পানিয়ে ডুবে মৃত ব্যক্তি।
৫। দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি।
৬। আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি।
৭। ক্ষয় রোগে মৃত ব্যক্তি
৮। পুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি।
৯। প্রসব বেদনায় মৃত মহিলা।
১০। জিহাদের নিয়তে বের হয়ে পথে মৃত ব্যক্তি।
১১। জান, মাল বা পরিবার বাঁচাতে গিয়ে মৃত ব্যক্তি।

এ মর্মে হাদীস প্রণিধানযোগ্য। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

"শহীদ হল পাঁচ ব্যক্তি; প্লেগরোগে মৃত, পেটের রোগে মৃত, পানিতে ডুবে মৃত শহীদ, দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত শহীদ এবং আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত ব্যক্তি শহীদ।" *(বুখারী ৬১৫, ২৮২৯, মুসলিম ৫০৪৯নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ».

"আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে ব্যক্তি মৃত শহীদ, পুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে

গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।" *(আহমাদ ২৩৭৫৩, আবু দাউদ ৩১১৩, নাসাঈ ১৮৪৬, হাকেম ১৩০০, ত্বাবারানী ১৭৫৫, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৮নং)*

"-----ক্ষয় রোগের ফলে মরণ শহীদের মরণ।" *(মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩১৭, ৫/ ৩০১)*

আবূ হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ».

"তোমাদের মধ্যে কাকে কাকে তোমরা শহীদ বলে গণ্য কর?" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) নিহত হয় সেই ব্যক্তি শহীদ।' তিনি বললেন,

« إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِى إِذًا لَقَلِيلٌ ».

"তাহলে তো আমার উম্মতের শহীদ-সংখ্যা নেহাতই কম।" সকলে বলল, 'তবে তারা আর কারা, হে আল্লাহর রসূল?' বললেন,

« مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِى الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহর পথে (গাজী হয়ে) মারা যায় সে শহীদ, যে প্লেগরোগে মারা যায় সে শহীদ, যে পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ।" *(আহমাদ ৮০৯২নং প্রভৃতি, মুসলিম ৫০৫০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ

دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ».

"যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ এবং যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" *(আবু দাউদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২১, নাসাঈ ৪০৯৫নং)*

১২। অত্যাচারিত হয়ে হাত্যাকৃত ব্যক্তি

যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সে শহীদের মর্যাদা পায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)).

"যে ব্যক্তিকে অত্যাচারিত অবস্থায় হত্যা করা হয়, সে শহীদ।" *(আহমাদ ১/৩০৫, নাসাঈ ৪১০১, ত্বাবারানীর কাবীর ৬৪৫৬, সঃ জামে' ৬৪৪৭নং)*

অন্য একটি হাদীসে আছে,

((سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ)).

"শহীদগণের সর্দার হলেন হামযা বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে কোন যালেম শাসকের সামনে খাড়া হয়ে তাকে (সৎকাজের) আদেশ দিল এবং (মন্দকাজে) বাধা দিল, ফলে সে তাকে হত্যা করল।" *(হাকেম ৪৮৮৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪০৭৯, সিঃ সহীহাহ ৩৭৪নং)*

(৩১)
কিয়ামতের ময়দানে পৃথক বৈশিষ্ট্য

এক ঃ ওযূর অঙ্গগুলি জ্যোতির্ময় হবে।

কিয়ামতের দিন বিশাল সমাবেশের দিন। অগ্রবর্তী-পরবর্তী সকল লোক সেদিন একই ময়দানে উপস্থিত হবে। যাদের সংখ্যা মহান প্রতিপালক ছাড়া আর কেউ জানে না। সেই ময়দানে সকল মানুষ উলঙ্গ থাকবে। তার উপর সেই কঠিন ভিড়ের মাঝে পরিচিত কাউকে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য হবে। সুতরাং অপরিচিত অদেখা কোন ব্যক্তি বা জামাআতকে খুঁজে বের করা কত সুকঠিন, তা অনুমেয়। এ ক্ষেত্রে কোন একটি প্রতীকী চিহ্ন থাকলে চিনতে বড় সহজ হবে।

হাশরের ময়দানে সেই চিহ্ন দেখে মহানবী ﷺ তাঁর উম্মতকে চিনতে পারবেন। অন্যান্য বহু বিষয়ে যেমন মহান প্রতিপালক এই উম্মতকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, তেমনি কিয়ামতের দিনেও এ উম্মতের জন্য পৃথক বৈশিষ্ট্য ও চিহ্ন থাকবে। মহানবী ﷺ তাই দেখে নিজের উম্মতকে চিনতে পারবেন এবং সুপারিশ করা ও হওযে কওষারের পানি পান করানো তাঁর জন্য সহজ হবে।

হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ এই উম্মতের ওযূর অঙ্গগুলিকে জ্যোতির্ময় ক'রে দেবেন। সেই আলো চমকাতে দেখে দূর থেকেই চিনে ফেলা অতি সহজ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَـوْمَ القِيَامَـةِ غُـرّاً مُحَجَّلِينَ مِـنْ آثَـارِ الوُضُـوءِ ، فَمَـنِ

اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)).

"নিশ্চয় আমার উম্মতকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ডাকা হবে, যে সময় তাদের ওযূর অঙ্গগুলো চমকাতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার চমক বাড়াতে চায়, সে যেন তা করে।" (অর্থাৎ সে যেন তার ওযূর সীমার অতিরিক্ত অংশও ধুয়ে ফেলে।) *(বুখারী ১৩৬নং, মুসলিম ৬০৩নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) কবরস্থানে এসে (কবরবাসীদের সম্বোধন ক'রে) বললেন,

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَومٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوانَنَا)).

"হে (পরকালের) ঘরবাসী মু'মিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক। যদি আল্লাহ চান তো আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব। আমার বাসনা যে, যদি আমরা আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম।" সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই?' তিনি বললেন,

((أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ)).

"তোমরা তো আমার সহচরবৃন্দ। আমার ভাই তারা, যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো পর্যন্ত আগমন করেনি, তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনতে পারবেন?' তিনি বললেন,

((أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ ؟))

"আচ্ছা বল, যদি খাঁটি কাল রঙের ঘোড়ার দলে, কোন লোকের কপাল ও পা সাদা দাগবিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তাহলে সে তার ঘোড়া চিনতে পারবে না কি?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই পারবে, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

((فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنَ الوُضُوءِ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الحَوْضِ)).

"তারা এই অবস্থায় (হাশরের মাঠে) আগমন করবে যে, ওযূ করার দরুন তাদের ওযূর অঙ্গসমূহ চমকাতে থাকবে। আর আমি 'হওযে কাউষার'-এ তাদের অগ্রগামী ব্যবস্থাপক হব।" (অর্থাৎ, তাদের আগেই আমি সেখানে পৌঁছে যাব।) *(মুসলিম ৬০৭নং)*

অন্য একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেছেন,

((فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدُ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِ بَيْنَنَا فَأَقُولُ نَعَمْ أَنَا لَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادٍ أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتُهُ فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَنَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ فَتُفْرَجُ لَنَا الْأُمَمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الطُّهُورِ وَتَقُولُ الْأُمَمُ كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيَاءَ كُلُّهَا)).

"অতঃপর লোকেরা আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদের বিচার নিষ্পত্তি করেন।' আমি বলব, "হ্যাঁ, আমি তার উপযুক্ত।" পরিশেষে আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা ও সুন্তুষ্ট, তার জন্য সুপারিশের অনুমতি দেবেন। অতঃপর মহান আল্লাহ যখন সৃষ্টির মাঝে ফায়সালা করতে চাইবেন, তখন একজন আহবায়ক আহবান করবে, 'আহমাদ ও তাঁর উম্মত কোথায়?' সুতরাং আমরা সর্বশেষ ও

সর্বপ্রথম। আমরা সর্বশেষ উম্মত (পৃথিবীতে আগমন করেছি), আর সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব হবে। অতএব অন্যান্য উম্মতগণ আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াবে। সেই সময় আমরা পার হয়ে যাব আর আমাদের ওযূর অঙ্গসমূহ চমকাতে থাকবে। যা দেখে অন্য উম্মতগণ বলবে, 'এ উম্মতের প্রায় সকলেই নবী হওয়ার কাছাকাছি ছিল।' *(আহমাদ ২৫৪৬, ২৬৯২নং)*

দুই ঃ সর্বপ্রথম এই উম্মতের হিসাব নেওয়া হবে, ডান হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে, চারিদিকে নূর বিচ্ছুরিত হবে, সন্তান-সন্ততি আগে আগে চলবে।

কিয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীকে চেনার আরো উপায় এগুলি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسُّجُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَأَنْظُرَ إِلَى بَيْنِ يَدَيَّ فَأَعْرِفَ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَمِنْ خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ)).

"আমি সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি, যাকে কিয়ামতে সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি সর্বপ্রথম সেই ব্যক্তি যাকে সিজদা থেকে মাথা তোলার অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি (মাথা তুলে) আমার সম্মুখে দেখব এবং সকল উম্মতের মাঝে আমার উম্মতকে চিনতে পারব। আমার পশ্চাতে দেখব এবং সকল উম্মতের মাঝে আমার উম্মতকে চিনতে পারব। আমার ডানে দেখব এবং সকল উম্মতের মাঝে আমার উম্মতকে চিনতে পারব। আমার বামে দেখব এবং সকল উম্মতের মাঝে আমার উম্মতকে চিনতে পারব।

এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নূহ থেকে নিয়ে

আপনার উম্মত পর্যন্ত এত উম্মতের মাঝে আপনার উম্মতকে আপনি কীভাবে চিনতে পারবেন?' উত্তরে তিনি বললেন,

((هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، لَيْسَ أَحَدٌ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، وأعرفهم بنورهم الذي بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وَأَعْرِفُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ)).

"তারা ওযূর চিহ্নে জ্যোতির্ময় হবে, তারা ছাড়া আর কেউ এমন হবে না। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, তাদেরকে তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। আমি তাদেরকে চিনতে পারব, তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে। আমি তাদেরকে সেই জ্যোতি দ্বারা চিনতে পারব, যা তাদের সম্মুখে, ডানে ও বামে বিচ্ছুরিত হবে। আমি চিনতে পারব, তাদের সন্তানগণ তাদের সামনে সামনে চলবে।" (আহমাদ ২১৭৩৭, হাকেম ৩৭৮৪, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩২৩৪, সঃ তারগীব ১৮০নং)

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন,

{يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٨)

"সেই দিন আল্লাহ, নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী দাসদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে, তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান।' (তাহরীম ঃ ৮)

বাহ্যতঃ মনে হয় যে, কিয়ামতে ডান হাতে আমলনামা ইত্যাদি এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কুরআন কারীম ও অন্যান্য হাদীসের ব্যাপকার্থ সকল উম্মতকে বুঝিয়েছে। এই জন্য উলামাগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, সকল উম্মতের পূর্বে এই উম্মতের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। অথবা তাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়ার পদ্ধতি অন্যান্য উম্মত থেকে ভিন্ন হবে। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যও তাই বলা হয়েছে। (দেখুন মিরআত ২/ ১৯, মিরক্বাত ১/৩৩৩)

তিন ঃ সুপারিশ

কিয়ামতের দিন বিচার হবে, বিচার অনুযায়ী জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারণ হবে। অধিকাংশ মানুষ জাহান্নামী হবে। অবশ্য যাদের বুকে অণু পরিমাণ ঈমান বা তওহীদ থাকবে, তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। তারা একদিন না একদিন শাস্তি ভুগে অথবা কোন সুপারিশকারীর সুপারিশে জান্নাত লাভ করবে।

কিয়ামতে সুপারিশ চলবে। তবে তা শর্ত-সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে। তার শর্ত হল চারটি ঃ-

১। সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, সে যেন তাওহীদবাদী মুসলিম হয়।

৩। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

৪। সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি হতে হবে।

উক্ত শর্ত পূরণ হলে কিয়ামতে সুপারিশ করবেন নবীগণ, শহীদগণ এবং এ উম্মতের নেক মানুষগণ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ)).

"আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বানী তামীমের চাইতে বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ ১৫৮৫৭-১৫৮৫৮, ২৩১০৫, তিরমিযী ৩৪৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৪১৬, ইবনে হিব্বান ২৫৯৮নং)

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ لَيْسَ بِنَبِيٍّ مِثْلُ الْحَيَّيْنِ أَوْ مِثْلُ أَحَدِ الْحَيَّيْنِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ)).

"অবশ্যই নবী নয় এমন এক ব্যক্তির সুপারিশে দুই গোত্রের মতো অথবা দুই গোত্র রবীআহ ও মুযারের মধ্যে এক গোত্রের মতো সংখ্যায় লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ ২২২১৫, ত্বাবারানীর কাবীর ৭৬৩৮, সিঃ সহীহাহ ২১৭৮নং)

অন্য একটি হাদীসে আছে,

((إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ)).

"অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্য হতে কেউ কয়েকটি জামাআত লোকের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ ছোট জামাআতের জন্য সুপারিশ করবে এবং কেউ (তিন, দুই ও এক) ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে, পরিশেষে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ ১১১৪৮, তিরমিযী ২৪৪০, আবূ য়্যা'লা ১০১৩, ইবনে আবী শাইবাহ ৩১৭০৩নং, শায়খ শুআইব আরনাউত্ব বলেছেন 'সহীহ লিগাইরিহ'।)*

চার ঃ কিয়ামতে এ উম্মতের মর্যাদা সবার ঊর্ধ্বে

কিয়ামতে এ উম্মতের লোকেদের মর্যাদাই পৃথক। সবার ঊর্ধ্বে

থাকবে তাদের অবস্থান ক্ষেত্রও। তাদের মর্যাদা ও অবস্থান লক্ষ্য ক'রে অন্য উম্মতের লোকেরা শেষনবীর উম্মতী হতে আশা পোষণ করবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلٍّ وَيَكْسُونِي رَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى حُلَّةً خَضْرَاءَ ثُمَّ يُؤْذَنُ لِي فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَقُولَ فَذَاكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ)).

"কিয়ামতের দিন মানুষ পুনরুত্থিত হবে। তখন আমি ও আমার উম্মত একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থান করব। আর আমার প্রতিপালক তাবারাকা অতাআলা আমাকে সবুজ রঙের এক জোড়া কাপড় পরাবেন। অতঃপর আমাকে অনুমতি দেওয়া হবে, আমি আল্লাহর ইচ্ছামতো যা বলার বলব। সেটাই হবে মাক্বামে মাহমূদ।" (আহমাদ ১৫৭৮৩, হাকেম ৩৩৮৩, ইবনে হিব্বান ৬৪৭৯, সিঃ সহীহাহ ২৩৭০নং)

এক বর্ণনায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

((نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى كَوْمٍ فَوْقَ النَّاسِ)).

"আমরা কিয়ামতের দিন একটি উচ্চ স্থানে লোকেদের থেকে উপরে অবস্থান করব।" (আহমাদ ১৪৭২১, সিঃ সহীহাহ ২৭৫১নং)

আমরা শেষনবী ﷺ-এর উম্মত, তার জন্য কি গর্ব হওয়া উচিত নয়? তার জন্য কি মর্যাদা বজায় রাখা কর্তব্য নয়?

(৩২)
সবার আগে হিসাব নেওয়া হবে এই উম্মতের

কিয়ামতের দিন।

সে এক মহাদিন। যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। *(মুত্বাফ্ফিফীন ঃ ৪-৬)* কঠিন ভয়ানক সে দিন। তার ভূমিকম্প এক ভয়ংকর ব্যাপার। প্রত্যক্ষকারী সেদিন দেখতে পাবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন। *(হাজ্জ ঃ ১-২)* সেদিন মানুষের হৃদয় সন্ত্রস্ত এবং দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বলতায় নত হবে। *(নাযিআত ঃ ৮-৯)* সেদিনকার ভয়াবহতা তরুণকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। *(মুয্যাম্মিল ঃ ১৭)* সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না। আর একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না। *(মু'মিনূন ঃ ১০১)* মানুষ তার ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পত্নী ও তার সন্তানদের পরিহার করবে। সেদিন ওদের প্রত্যেকে অপরের চিন্তা না ক'রে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। *(আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)* সেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। *(লুক্বমান ঃ ৩৩)* সেদিন কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং কেউ কোন প্রকার সাহায্য পাবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৮)* সে দিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে, আর না বন্ধুত্ব বা সুপারিশ। *(ঐ ঃ ২৫৪)*

কিয়ামতের দিন।

"সেদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।---সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মত। আর সুহৃদ সুহৃদের খবর নেবে না। (যদিও) তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির সামনে রাখা হবে। অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। না, কখনই নয়!" এগুলি তাকে রক্ষা করবে না। *(মাআরিজ ঃ ৪- ১৫)*

সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো হবে। *(ক্বারিআহ ঃ ৪)* সেদিনের দীর্ঘতায় মানুষ মনে করবে, যেন সে পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতকাল অবস্থান করেছে। *(নাযিআত ঃ ৪৬, ইউনুস ঃ ৪৫)* সেদিন সূর্য মাইল বরাবর মানুষের নিকটবর্তী হবে। *(মুসলিম ২৮৬৪নং, আহমাদ ৫/২৫৪)* এবং আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। *(বুখারী ৬৬০, মুসলিম ১০৩১নং, আহমাদ ৪/১২৮)*

কিয়ামতের ময়দানের কঠিনতা ও ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে মানুষ প্রথমে আদি পিতা আদম ﷺ-এর কাছে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার জন্য আবেদন জানাবে। কিন্তু তিনি আল্লাহর গযব ও নিজের ত্রুটির কথা স্মরণ ক'রে সুপারিশ করতে সাহস করবেন না। তিনি সকলকে নবী নূহ ﷺ-এর নিকট যেতে বলবেন। তিনিও একই কথা খেয়াল ক'রে ইব্রাহীম ﷺ-এর নিকট যেতে বলবেন। তিনি মূসা ﷺ-এর এবং মূসা ﷺ ঈসা ﷺ-এর নিকট, আর তিনি একই ওযর পেশ ক'রে শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ (যার পূর্ব ও পশ্চাতের গোনাহ মাফ

করা হয়েছে তাঁর) নিকট যেতে বলবেন। তাঁর নিকট এই বিরাট আবেদন রাখলে তিনি মাক্বামে মাহমূদে সিজদায় পড়ে আল্লাহর অসীম স্তবস্তুতি বর্ণনা করবেন। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা তোল, কী চাও বল, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি সুপারিশ কর, মঞ্জুর করা হবে।'

তদনন্তর তিনি মানুষের জন্য সুপারিশ ক'রে হিসাব নিয়ে সকলকে কিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়ঙ্কর ময়দানের অবস্থান থেকে নিস্তার দিতে বলবেন। *(বুখারী ৭৪১০, মুসলিম ১৯৩নং)*

তাঁর সুপারিশ কবুল হবে। শুরু হবে মানুষের বিচার। সর্বাগ্রে বিচার হবে এই শেষ উম্মতের। তিনি বলেছেন,

((نَحْنُ آخِرُ الْأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يُقَالُ أَيْنَ الْأُمَّةُ الْأُمِّيَّةُ وَنَبِيُّهَا فَنَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ)).

"আমরা সর্বশেষ উম্মত। সর্বপ্রথম আমাদের হিসাব নেওয়া হবে। বলা হবে, 'নিরক্ষর উম্মত ও তার নবী কোথায়?' সুতরাং আমরা সর্বশেষ সর্বপ্রথম।" (ইবনে মাজাহ ৪২৯০, সিঃ সহীহাহ ২৩৭৪নং)

ইহকালের মানবতার ইতিহাসে এ জাতির আগমন সবশেষে। কিন্তু পরকালের জীবনে মানবতার ইতিহাস শুরু হবে তাদেরকে দিয়েই।

(৩৩)
এ উম্মত অন্য নবী ও উম্মতের জন্য সাক্ষী

উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার পারলৌকিক একটি বৈশিষ্ট্য হল, এ উম্মত ও তার নবী ﷺ অন্যান্য নবী ও উম্তের জন্য সাক্ষী হবেন। মহান আল্লাহ কুরআনে সে কথা বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (١٤٣) سورة البقرة

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (٧٨) سورة الحج

"সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি!" (হাজ্জ ঃ ৭৮)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَجِيءُ نُوحٌ وَأُمَّتُهُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا مَا جَاءَنَا مِنْ نَبِيٍّ فَيَقُولُ لِنُوحٍ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ

فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ})).

"(কিয়ামতের দিন) নূহ ও তাঁর উম্মত আসবেন। আল্লাহ তাআলা (নূহের উদ্দেশ্যে) বলবেন, 'তুমি কি তবলীগ করেছ?' নূহ বলবেন, 'হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ তাঁর উম্মতের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমাদের কাছে কি নূহ তবলীগ করেছে?' তারা বলবে, 'না। আমাদের নিকট কোন নবী আসেননি।' তখন আল্লাহ নূহকে বলবেন, 'তোমার (সত্যতার) জন্য কে সাক্ষ্যদান করবে?' নূহ বলবেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মত।' সুতরাং উম্মতে মুহাম্মাদী সাক্ষ্য দেবে যে, নূহ তবলীগ করেছিলেন। আর সে কথা মহান আল্লাহ বলেছেন, "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩, আহমাদ ১১৩০১, বুখারী ৩৩৩৯, তিরমিযী ২৯৬১নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

((يَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلَاثَةُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُّ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ قَوْمَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُولُونَ لَا فَيُقَالُ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ فَيُقَالُ هَلْ بَلَّغَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ فَيَقُولُونَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُوا فَصَدَّقْنَاهُ قَالَ فَذَلِكُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا})).

"(কিয়ামতের দিন) নবী আসবেন এবং তাঁর সাথে দুইজন লোক

থাকবে। কোন নবী আসবেন এবং তাঁর সাথে তিনজন ও তার কম-বেশি লোক থাকবে। তাঁকে বলা হবে, 'তুমি কি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে তবলীগ করেছ?' নবী বলবেন, 'হ্যাঁ।' তখন তাঁর সম্প্রদায়কে ডাকা হবে এবং বলা হবে, 'নবী কি তোমাদের কাছে তবলীগ করেছে?' তারা বলবে, 'না।' তখন নবীকে বলা হবে, 'তোমার সপক্ষে কে সাক্ষ্যদান করবে?' নবী বলবেন, 'মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মত।' সুতরাং মুহাম্মাদী উম্মতকে ডাকা হবে এবং বলা হবে, 'এই (নবী) কি তবলীগ করেছে?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা জানলে কীভাবে?' তারা বলবে, 'আমাদের নবী আমাদেরকে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন যে, রসূলগণ অবশ্যই তবলীগ করেছেন। সুতরাং আমরা তাঁর কথাকে সত্যজ্ঞান করেছি।' এই হল মহান আল্লাহর বাণী, "এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৪৩, আহমাদ ১১৫৭৫, ইবনে মাজাহ ৪২৮৪নং)*

নিঃসন্দেহে এ মর্যাদা বিশাল মর্যাদা এবং এ বৈশিষ্ট্য অনন্য বৈশিষ্ট্য।

(৩৪)
এ উম্মতের বহু কাবীরা গোনাহও ক্ষমার্হ

মানুষ যে সকল পাপ করে, তা সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ সাগীরা, কাবীরা ও আকবারুল কাবায়ের। অর্থাৎ, লঘুপাপ, উপপাপ বা ছোট পাপ, মহাপাপ ও অতি মহাপাপ।

সাধারণতঃ লঘুপাপ ইবাদতের সাথে মোচন হয়ে যায়। কিন্তু মহাপাপ বা অতি মহাপাপ তওবা ছাড়া মোচন হয় না। কিন্তু তওবা না ক'রে

মারা গেলে কিয়ামতে অতি মহাপাপকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তবে যার জন্য ইচ্ছা তিনি মহাপাপকে ক্ষমা ক'রে দেবেন। তিনি কুরআন আযীযে বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। (নিসা ঃ ৪৮)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (নিসা ঃ ১১৬)

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, নবী ﷺ-কে যখন ইসরা (মি'রাজে) নিয়ে যাওয়া হল,---তখন তাঁকে তিনটি জিনিস দান করা হল ঃ পাঁচ অক্তের নামায দেওয়া হল, সূরা বাক্বারার শেষাংশ দেওয়া হল এবং সেই ব্যক্তির মহাপাপসমূহকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হল, তাঁর উম্মতের যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি। (মুসলিম ৪৪৯নং, আহমাদ ১০/৩৮৭)

আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি (একবার) নবী ﷺ-এর সাথে মদীনার কালো পাথুরে যমীনে হাঁটছিলাম। উহুদ পাহাড় আমাদের সামনে

পড়ল। তিনি বললেন, "হে আবূ যার্র! এতে আমি খুশী নই যে, আমার নিকট এই উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ থাকবে, এ অবস্থায় তিনদিন অতিবাহিত হবে অথচ তার মধ্য হতে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য তা থাকবে যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য বাকী রাখব অথবা আল্লাহর বান্দাদের মাঝে এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে খরচ করব।"

অতঃপর (কিছু আগে) চলে তিনি বললেন, "প্রাচুর্যের অধিকারীরাই কিয়ামতের দিন নিঃস্ব হবে। অবশ্য সে নয় যে সম্পদকে (ফোয়ারার মত) এইভাবে এইভাবে এইভাবে ডানে, বামে ও পিছনে ব্যয় করে। কিন্তু এ রকম লোকের সংখ্যা নেহাতই কম।"

তারপর তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" এরপর তিনি রাতের অন্ধকারে চলতে লাগলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হঠাৎ আমি একটি জোর শব্দ শুনলাম। আমি ভয় পেলাম যে, কোন শত্রু হয়তো নবী ﷺ-এর সামনে পড়েছে। সুতরাং আমি তাঁর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু তাঁর কথা আমার স্মরণ হল, "তুমি এখানে বসে থাক, যতক্ষণ না আমি তোমার কাছে (ফিরে) এসেছি।" সুতরাং আমি তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত বসে থাকলাম। (তিনি ফিরে এলে) আমি বললাম, 'আমি একটি জোর শব্দ শুনলাম, যাতে আমি ভয় পেলাম।' সুতরাং যা শুনলাম আমি তা তাঁর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, "তুমি শব্দ শুনেছিলে?" আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ!' তিনি বললেন,

((ذَاكَ جِبرِيلُ أَتَانِي فَقَالَ : مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

"তিনি জিব্রাঈল ছিলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন, 'আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না ক'রে মরবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

আমি বললাম, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে তবুও কি?' তিনি বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।" *(বুখারী ৬৪৪৪, মুসলিম ২৩৫১নং)*

"তোমার উম্মতের' কথা বলে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের জন্য থাকবে না।

জ্ঞাতব্য যে, উক্ত হাদীসে শির্ক না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি মহাপাপ করার প্রেরণা দেওয়া হয়নি।

(৩৫)
এ উম্মত করুণাপ্রাপ্ত উম্মত

মহান আল্লাহ এ উম্মতকে যেভাবে করুণা দান করবেন, অন্য উম্মতকে তা করবেন না। শেষনবী ﷺ-এর অনুসারী উম্মতে মুসলিমাহ হবে দুনিয়াতে ও আখেরাতে করুণাপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন,

{وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ

عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

"(মূসা বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ!---) আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।' আল্লাহ বললেন, 'আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (করুণা) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। যারা নিরক্ষর রসূল ও নবী (মুহাম্মাদ)এর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" *(আ'রাফঃ ১৫৬-১৫৭)*

অন্যান্য উম্মতের তুলনায় পার্থিব সুখের বিলাস-ব্যসন প্রাপ্ত না হলেও মানসিকভাবে সুখী তাদের তুলনায় অন্য কোন উম্মতের লোকই নেই। আর দুনিয়াতে যে কষ্ট তারা পায়, তা পরকালের করুণাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ)).

"আমার এই উম্মত করুণাপ্রাপ্ত উম্মত। আখেরাতে তার উপর কোন আযাব নেই। দুনিয়ায় তার আযাব হল নানা ফিতনা, ভূমিকম্প ও যুদ্ধবিগ্রহ।" *(আবূ দাউদ ৪২৭৮নং, আহমাদ ৪/৪১০, হাকেম ৪/৪৪৪, সিঃ সহীহাহ ৯৫৪নং)*

মুসলিম জনসাধারণের মুখে-মুখে আজ প্রশ্ন, কেন সারা বিশ্বে মুসলমানরা মার খাচ্ছে? কেন তারা গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হচ্ছে? কেন বিজাতি স্বজাতির সাহায্য নিয়ে এ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উম্মতের বিনাশ সাধনে সফলকাম হচ্ছে?

তার উত্তর আছে উক্ত হাদীসে। হাদীসটির ব্যাখ্যায় পূর্ব যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সাহাবী আবূ বুরদাহ ﷺ বলেন, যিয়াদের শাসনামলে একটি বাজারে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। (মুসলিমদের গৃহযুদ্ধ লক্ষ্য ক'রে) আমি অবাক হয়ে আমার একটা হাতকে অন্য হাতে মারলাম। তা দেখে একজন আনসারী যার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন, সে বলল, 'হে আবূ বুরদাহ! কী ভেবে আপনি অবাক হচ্ছেন?' আমি বললাম, 'সেই জাতিকে দেখে অবাক হচ্ছি, যাদের দ্বীন এক, নবী এক, দাওয়াত এক, হজ্জ এক, যুদ্ধ এক। অথচ তারা একে অন্যের হত্যাকে হালাল ভেবে নিয়েছে!' সে বলল, 'আপনি অবাক হবেন না। কারণ আমার পিতা আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আমার এই উম্মত করুণাপ্রাপ্ত উম্মত। আখেরাতে না তার কোন হিসাব আছে, আর না আযাব। তার আযাব হল যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প ও ফিতনাতে।" *(হাকেম ৪/৩৫২-৩৫৩, সিঃ সহীহাহ ৯৫৯নং)*

(৩৬)
পরিশ্রম কম পারিশ্রমিক বেশি

মহান প্রতিপালক এই উম্মতকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, তারা অল্প পরিমাণে বা অল্প সময়ে অল্প কাজ করলেও তার মজুরী বা পারিশ্রমিক অনেকানেক বেশি প্রদান ক'রে থাকেন। যেমন ঃ

শবেকদরের এক রাতের ইবাদত ৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (٣) سورة القدر

"মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।" (ক্বাদ্‌র ঃ ৩)

মক্কার মাসজিদুল হারামে ১ রাকআত নামায পড়লে ১ লক্ষ থেকেও বেশি নামায পড়ার সওয়াব লাভ হয়।

মসজিদে নববীতে ১ রাকআত নামায পড়লে ১ হাজার থেকেও বেশি নামায পড়ার সওয়াব লাভ হয়। *(আহমাদ ১৪৬৯৪, ১৫২৭১, ইবনে মাজাহ ১৪০৬, সহীহুল জামে' ৩৮৩৮ নং)*

পাঁচ অক্তের নামায আদায় করলে ৫০ অক্তের সওয়াব পাওয়া যায়। অনুরূপ প্রত্যেক সৎকর্মের বিনিময় ১০ গুণ বেশি পাওয়া যায়।

রমযানের রোযার পর শওয়ালের ৬ টি রোযা রাখে, তার সারা বছর রোযা রাখা হয়। *(মুসলিম ২৮১৫, আবু দাউদ ২৪৩৫, তিরমিযী ৭৫৯, নাসাঈর কুবরা ২৮৬২, ইবনে মাজাহ ১৭১৬নং)*

আরাফার দিনে রোযা রাখলে ২ বছরের পাপ মাফ হয়ে যায়। *(মুসলিম ২৮০৪নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে

(মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়।" *(আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬৮৭ নং)*

"যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নির্দিষ্ট দুআ) বলে আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন করে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে দেন।" *(তিরমিযী ৩৪২৮, ইবনে মাজাহ ২২৩৫, হাকেম ১৯৭৪নং)*

অন্য উম্মতের জন্য এমন বিশাল মাহাত্ম্য, মর্যাদা বা বিনিময় লাভের উপায় ছিল না। বিশেষ ক'রে অল্প পরিশ্রম ক'রে বেশি পারিশ্রমিক লাভের সুযোগ কেবল এই উম্মতের জন্য।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَيْ رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ)).

"তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় তোমাদের অবস্থান হল আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাওরাত-ওয়ালাদেরকে তাওরাত দেওয়া হল। তারা কাজ শুরু করল। পরিশেষে মধ্যাহ্নকালে তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। সুতরাং তাদেরকে এক এক কীরাত প্রদান করা হল। অতঃপর ইঞ্জীল-ওয়ালাদেরকে ইঞ্জীল দেওয়া হল, তারা আসরের নামায পর্যন্ত কাজ করল। অতঃপর তারা অক্ষম হয়ে পড়ল। সুতরাং তাদেরকেও এক এক কীরাত প্রদান করা হল। অতঃপর আমাদেরকে কুরআন দান করা হল। আমরা সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করলাম। কিন্তু আমাদেরকে প্রদান করা হল দুই দুই কীরাত। এর ফলে আহলে কিতাবরা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে তুমি দুই দুই কীরাত প্রদান করলে, আর আমাদেরকে প্রদান করলেন এক এক কীরাত? অথচ আমরা কাজ বেশি করেছি।' (রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,) মহান আল্লাহ বললেন, "আমি কি পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করেছি?" তারা বলল, 'না।' আল্লাহ বললেন, "এটা আমার অনুগ্রহ, আমি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারি।" (বুখারী ৫৫৭, তিরমিযী ২৮৭৫নং, আহমাদ ২/ ১২১)

مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ أَجِيرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنْ الْأَجْرِ فَعَمِلُوا حَتَّى

إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَيَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ

"মুসলিম ও ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের উপমা হল, এক ব্যক্তির মতো, যে একদল লোককে মজুর বানালে তারা নির্ধারিত মজুরীতে তার জন্য সারা দিন রাত্রি পর্যন্ত কাজ করবে। সুতরাং তারা তার জন্য অর্ধেক দিন পর্যন্ত কাজ করল। তারা বলল, 'আপনি যে শর্তে আমাদেরকে মজুরী দেবেন বলেছিলেন, তার কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা যেটুকু কাজ করলাম, তা বাতিল।' সে বলল, 'তোমরা এমনটি করো না। তোমরা বরং তোমাদের বাকী কাজ সম্পন্ন কর এবং তোমাদের পূর্ণ মজুরী গ্রহণ কর।' কিন্তু তারা অস্বীকার করল এবং বর্জন করল। সে তাদের পর দুইজন মজুর নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, 'তোমরা তোমাদের এই দিনের বাকী অংশ কাজ কর এবং তোমাদের জন্য সেই মজুরীই থাকবে, যা ওদের সাথে শর্ত করেছিলাম।' সুতরাং তারা কাজ আরম্ভ করল। পরিশেষে যখন আসরের নামাযের সময় হল, তখন ওরা তাকে বলল, 'আপনার জন্য আমরা যে কাজ করলাম, তা বাতিল এবং যে মজুরী আপনি আমাদের জন্য রেখেছিলেন, তা আপনার।' সে তাদেরকে বলল, 'তোমরা তোমাদের বাকী কাজ সম্পন্ন কর। দিনের তো কেবল সামান্য অংশই বাকী আছে।' কিন্তু তারা (কাজ করতে) অস্বীকার করল। সুতরাং বাকী দিন কাজ করবার জন্য সে আবার এক সম্প্রদায়কে মজুর নিযুক্ত করল। তারা বাকী সূর্যাস্ত পর্যন্ত দিন কাজ করল এবং (পূর্ববর্তী) দুই দল মজুরের মজুরী পূর্ণ

মাত্রায় লাভ করল। এই হল তাদের (মুসলিমদের) উপমা এবং এই (ইসলামের) আলো যারা গ্রহণ করেনি, তাদের উপমা।" (বুখারী ২২৭১, ইবনে হিব্বান ৭১৭৪নং)

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, এ উম্মত এমন সৌভাগ্যবান, যারা অল্প পরিমাণ বা অল্পক্ষণ পরিশ্রম করেও অনেকানেক বেশি পারিশ্রমিক লাভ ক'রে থাকে।

(৩৭)
বহু উম্মতীর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

কোন উম্মতের লোকেদের ব্যাপারে এমন নিশ্চয়তা নেই যে, তাদের অনেকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। আর কোন কোন বা অন্য সকল উম্মতের মধ্যে এমন লোক থাকলেও মুহাম্মাদী উম্মতের মতো এত বেশি সংখ্যক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

সত্তর হাজারের ওয়াদা আছে মহান প্রতিপালকের। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)).

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! কোনও বান্দা যখন ঈমান আনার পর সঠিক পথে থাকবে, তখন তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করা হবে। আর আমি আশা করছি যে, ওরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ও তোমাদের

নেক সন্তানেরা জান্নাতে বাসস্থান প্রাপ্ত না হয়েছ। আর আমাকে আমার মহান প্রতিপালক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(ইবনে মাজাহ ৪২৮৫, আহমাদ ৪/ ১৬, সিঃ সহীহাহ ২৪০৫নং)*

তিনি বলেছেন,

« عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِى فَقِيلَ لِى هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ».

"একদা আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও দিগন্তভর একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭০৫, মুসলিম ৫৪৯নং)*

সে সত্তর হাজার লোকের গুণ কী, কর্ম কী? এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

((عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ومَعَهُ الرُّهَيطُ ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلانِ ، وَالنبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فقيلَ لِي : هَذَا مُوسَى وَقَومُهُ ، ولكنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ ، فَنَظَرتُ فَإِذا سَوادٌ عَظِيمٌ، فقيلَ لي : انْظُرْ إِلَى الأفُقِ الآخَرِ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ ، فقيلَ لِي : هذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ ولا عَذَابٍ)).

"আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত্ প্রবেশ করবে।"

এ কথা বলে তিনি উঠে নিজ বাসায় প্রবেশ করলেন। এদিকে লোকেরা ঐ বেহেশ্তী লোকদের ব্যাপারে বিভিন্ন আলোচনা শুরু ক'রে দিল, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে। কেউ কেউ বলল, 'সম্ভবতঃ ঐ লোকেরা হল তারা, যারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাহাবা।' কিছু লোক বলল, 'বরং সম্ভবতঃ ওরা হল তারা, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি।' আরো অনেকে অনেক কিছু বলল। কিছু পরে আল্লাহর রসূল ﷺ তাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন, "তোমরা কী ব্যাপারে আলোচনা করছ?" তারা

ব্যাপার খুলে বললে তিনি বললেন,

((هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرقُونَ، وَلا يَتَطَيَّرُونَ؛ وعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُون)).

"ওরা হল তারা, যারা ঝাড়ফুঁক করে না,[১] ঝাড়ফুঁক করায় না এবং কোন জিনিসকে অশুভ লক্ষণ মনে করে না, বরং তারা কেবল আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে।"

এ কথা শুনে উক্কাশাহ ইবনে মিহসান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, '(হে আল্লাহর রসূল!) আপনি আমার জন্য দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে তাদের দলভুক্ত ক'রে দেন!' তিনি বললেন, "তুমি তাদের মধ্যে একজন।" অতঃপর আর এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যও দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে দেন।' তিনি বললেন, "উক্কাশাহ (এ ব্যাপারে) তোমার অগ্রগমন করেছে।" *(বুখারী ৫২৭০, মুসলিম ২২০নং)*

না, শুধু সত্তর হাজারই নয়, বরং কোন কোন বর্ণনায় তার থেকে বেশি সংখ্যার কথাও বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيَدْخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لَـا يَـدْخُلُ أَوَّلُهُـمْ حَتَّـى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ)).

"অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ মানুষ (বিনা হিসাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ না করা পর্যন্ত তাদের প্রথম ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো।" (বুখারী ৩২৪৭, মুসলিম ২১৯নং)

(১) এ কথাটি বুখারীতে নেই। তাছাড়া জিবরীল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন, ঝাড়ফুঁক করেছেন মহানবী ﷺ। পক্ষান্তরে অন্য বর্ণনায় উক্ত কথার স্থলে 'দাগায় না' কথা এসেছে।

ফালতান বিন আস্বেম ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তির দিকে নিজের দৃষ্টি উঠালেন। সে মসজিদে চলাফেরা করছিল। তিনি তাকে ডাকলেন। লোকটি ছিল ইয়াহুদী। তার পরনে ছিল জামা, পায়জামা ও এক জোড়া জুতো। সে বলতে লাগল, 'হে আল্লাহর রসূল!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল?" সে অস্বীকার করল। অতঃপর সে 'হে আল্লাহর রসূল' ছাড়া অন্য কিছু বলল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি তাওরাত পড়?" সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "আর ইনজীল?" সে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "আর কুরআন?" সে বলল, 'মুহাম্মাদের প্রতিপালকের শপথ, ইচ্ছা করলে আমি পড়তে পারি।' তিনি বললেন, "তাহলে আমি তোমাকে সেই সত্তার শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, যিনি তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন! তুমি কি উভয় গ্রন্থে আমার কথা পাও না?" সে বলল, 'হ্যাঁ, পাই। আপনার মতো হুলিয়া ও আবির্ভাবস্থল। এমনকি আমরা আশা পোষণ করেছিলাম যে, তিনি আমাদের মধ্য হতে কেউ হবেন। অতঃপর যখন আপনার আবির্ভাব ঘটল, তখন আমরা দেখলাম, তিনিই হলেন আপনি। কিন্তু ভেবে দেখলাম, তিনি আপনি নন।' নবী ﷺ বললেন, "সেটা কেন?" সে বলল, 'আমরা পাই যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করবে। কিন্তু আপনাদের সংখ্যা তো কম।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাগ্রহে দুই বার তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করলেন। অতঃপর বললেন, "

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَنَا هُوَ، وَإِنَّ أُمَّتِي لأَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا)).

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সেই সত্তার শপথ! নিঃসন্দেহে আমিই হচ্ছি তিনি। আর নিশ্চয় আমার উম্মত সত্তর হাজার, পুনরায় সত্তর হাজার (পুনরায় সত্তর হাজার) অপেক্ষা বেশি।" *(ইবনে হিব্বান ৬৫৪৬, ত্বাবারানীর কাবীর ১৫২৪৯নং, বাযযার ৪/২০৭, সঃ সীরাহ, আলবানী ৭৪-৭৫পৃঃ)*

অন্য এক বর্ণনা মতে ঐ সত্তর হাজারের প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে আরো সত্তর হাজার ক'রে মুসলিম জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১৪৮৪নং)* অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার ৪৯০ কোটি মানুষ বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أُعْطِيتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا)).

"আমাকে সত্তর হাজার লোক দেওয়া হয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো এবং তাদের হৃদয় হবে একটি মানুষের হৃদয়ের মতো। অতঃপর আমি আমার মহান প্রতিপালকের কাছে আরো বেশি চাইলাম। তিনি আমাকে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সত্তর হাজার লোক অতিরিক্ত দান করলেন।" *(আহমাদ ১০/৬, আবূ য়্যা'লা ১/১০৪, সিঃ সহীহাহ ১৪৮৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ঐ সত্তর হাজারের প্রত্যেক হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার ক'রে (অর্থাৎ, ৪৯ লক্ষ) মুসলিম বিনা হিসাবে জান্নাত প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে। *(সঃ জামে' ৬৯৮৮নং)*

বরং মহান আল্লাহর তিন অঞ্জলি অতিরিক্ত মুসলিমকে বিনা হিসাব ও আযাবে জান্নাত প্রবেশের অধিকার দেওয়া হবে। আর তার সংখ্যা

কেবল তিনিই জানেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ)).

"আমার মহান প্রতিপালক আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাব ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। প্রত্যেক হাজারের সাথে থাকবে সত্তর হাজার এবং আমার মহান প্রতিপালকের অঞ্জলিসমূহের তিন অঞ্জলি পরিমাণ লোক।" *(তিরমিযী ২৪৩৯নং, ইবনে হিব্বান ১০-২৯৮-২৯৯, আহমাদ ৫/২৫০, সিঃ সহীহাহ ৫/২১২)*

(৩৮)

সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হবে এই উম্মত

পুল-সিরাত জাহান্নামের উপর স্থাপিত এক সেতু। যা চুল থেকেও সুক্ষ্ম, তরবারি অপেক্ষাও ধারালো এবং পিচ্ছিল; জান্নাত যাবার তমসাচ্ছন্ন একটি পথ। যাতে যুক্ত আছে বিভিন্ন কাঁটা ও আঁকুশি। *(বুখারী ৭৪৩৯, মুসলিম ১৮৩নং)*

জান্নাতের পথে এই পুল কেবল মাত্র মুমিনের জন্য স্থাপিত হবে। তাদের অগ্রভাগে নূরে চমকিত হবে। কারো আলো জোরাল হবে আবার কারো নিভুনিভু। অতঃপর তারা সেই পুল অতিক্রম করবে। সর্বপ্রথম আমাদের মহানবী ﷺ অতিক্রম করবেন। তাঁর পর অন্যান্য আম্বিয়া ও মুমিনগণ পার হবেন। মুমিনদের কেউ বিদ্যুতের মত, কেউ ঝড়ের মত, কেউ দৌড়ে, কেউ চলে, কারো পা পিছলে গেলে হাতে

ধরে, হাত পিছলে গেলে পুনরায় পায়ে চলে সেতু অতিক্রম করবে এবং সকলে জান্নাত প্রবেশ করবে। সমস্ত উম্মতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া প্রথমে পার হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ...)).

"আর জাহান্নামের উপরে পুলসিরাত রাখা হবে। তখন আমি ও আমার উম্মত সবার আগে তা পার হবে। সেদিন রসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলবে না। আর সেদিন রসূলগণের বাক্য হবে, 'হে আল্লাহ! বাঁচাও-বাঁচাও।' *(বুখারী ৭৪৩৭, মুসলিম ৪৬৯নং)*

অন্য এক শব্দে,

((فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ...)).

"অতঃপর জাহান্নামের উপরে পুলসিরাত রাখা হবে। তখন রসূলগণের মধ্যে আমি উম্মত-সহ সবার আগে তা পার হবে। সেদিন রসূলগণ ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলবে না। আর সেদিন রসূলগণের বচন হবে, 'হে আল্লাহ! বাঁচাও-বাঁচাও।' *(বুখারী ৭৪৩৭, মুসলিম ৪৬৯নং)*

(৩৯)
সর্বপ্রথম জান্নাত প্রবেশ করবে এই উম্মত

সর্বপ্রথম পুলসিরাত পার হওয়ার মানেই সর্বপ্রথম জান্নাত প্রবেশ করা। এই সৌভাগ্যেরও অধিকারী হবে এই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মত।

জান্নাত ঃ যা হল মু'মিন বান্দাগণের সর্বশেষ ঠিকানা।

ইচ্ছাসুখের রাজ্য ও অনন্ত কালের আনন্দের বাসা।

যেখানে আরাম আছে, কোন ব্যারাম নেই।

যেখানে চিরসুখ আছে, কোন প্রকার দুঃখ নেই।

যেখানে চিরযৌবন আছে, বার্ধক্য নেই।

যেখানে চির শান্তি আছে, কোন অশান্তি ও উদ্বিগ্ন নেই।

যেখানে মহান আল্লাহর চির সন্তুষ্টি আছে, আর কোন অসন্তুষ্টি নেই।

যেখানে তাঁর দীদার ও দর্শন লাভ আছে, সর্বশ্রেষ্ঠ সেই সুখের অনুভূতি আছে।

সেই জান্নাতে সর্বপ্রথম যাবে এই উম্মতের নবী ﷺ ও তাঁর অনুসারী লোকেরা। কত সৌভাগ্যবান তারা! কত বৈশিষ্ট্যময় তাদের জীবন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ)).

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! কোনও বান্দা যখন ঈমান আনার পর সঠিক পথে থাকবে, তখন তাকে জান্নাতের

পথে পরিচালিত করা হবে। আর আমি আশা করছি যে, ওরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ও তোমাদের নেক সন্তানেরা জান্নাতে বাসস্থান প্রাপ্ত না হয়েছ। আর আমাকে আমার মহান প্রতিপালক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (ইবনে মাজাহ ৪২৮৫, আহমাদ ৪/ ১৬, সিঃ সহীহাহ ২৪০৫নং)

অন্য এক বর্ণনায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

((نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةَ...)).

"আমরা সর্বশেষ (উম্মত), কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম, জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে আমরাই সর্বপ্রথম মানুষ।" (আহমাদ ৭৭০৬, নাসাঈর কুবরা ১৬৫৩, মুসলিম ২০১৭নং)

(৪০)
জান্নাতে এই উম্মতের সংখ্যা সবার চাইতে বেশী হবে

শেষ বিচারের দিন শেষনবী ﷺ-এর অনুসারী উম্মতের সংখ্যা পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মতের তুলনায় অনেক বেশি হবে।

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِى فَقِيلَ لِى هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ الآخَرِ. فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِى هَذِهِ أُمَّتُكَ

وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ».

"আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই। ইতোমধ্যে বিরাট একটি জামাআত আমার সামনে পেশ করা হল। আমি মনে করলাম, এটিই আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল মূসা ও তাঁর উম্মতের জামাআত। কিন্তু আপনি অন্য দিগন্তে তাকান।' অতঃপর তাকাতেই আরও দিগন্তভর একটি বিরাট জামাআত দেখতে পেলাম। আমাকে বলা হল যে, 'এটি হল আপনার উম্মত। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন ৭০ হাজার লোক, যারা বিনা হিসাব ও আযাবে বেহেশ্ত প্রবেশ করবে।" *(বুখারী ৫৭০৫, মুসলিম ৫৪৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إِنّ لكلِّ نَبِيَ حَوْضاً وإِنّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً وإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً).

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর হওয থাকবে (কিয়ামতে)। তাঁরা আপোসে গর্ব করবেন, তাঁদের মধ্যে কার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশী হবে। আর আমি অবশ্যই আশা করি যে, তাঁদের মধ্যে আমার (হওযের) অবতরণকারী সবচেয়ে বেশি হবে। *(তিরমিযী ২৪৪৩, সঃ জামে' ২১৫৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আমি অবশ্যই আশা করি যে, তাঁদের মধ্যে আমার অনুসারী সবচেয়ে বেশি হবে। *(সিঃ সহীহাহ ১৫৮৯নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

« مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

অর্থাৎ, নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীকেই এমন নিদর্শনাবলী দেওয়া হয়েছিল, যার অনুরূপ দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হল অহী, আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি অবশ্যই আশা করি যে, কিয়ামতের দিন তাঁদের মধ্যে আমার অনুসারী সবার চেয়ে বেশি হবে। *(বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ৪০২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ ».

অর্থাৎ, আম্বিয়াগণের মধ্যে আমার অনুসারীই বেশি হবে কিয়ামতের দিন। আমিই হব প্রথম সেই ব্যক্তি, যে বেহেশ্‌তের দরজায় করাঘাত করবে। *(মুসলিম ৫০৫নং)*

এ কথা বিদিত যে, যে ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর অনুসারী হবে, সে জান্নাতী হবে। সুতরাং এ উম্মতের জান্নাতীদের সংখ্যা সবার চাইতে বেশি হবে। এ কথা স্পষ্টভাবে হাদীসেও এসেছে।

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। একসময় তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর?" আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ)).

"তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম।" *(বুখারী ৬৫২৮, মুসলিম ৫৫২নং)*

কোন কোন বর্ণনায় আছে, এমন সুসংবাদ শুনে সাহাবাগণ তকবীর বললেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করলেন।

অন্য এক বর্ণনায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَنْتُمْ ثُلُثُ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَلْ أَنْتُمْ نِصْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَتُقَاسِمُونَهُمْ النِّصْفَ الْبَاقِي)).

"তোমরা জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ হবে। বরং জান্নাতবাসীদের অর্ধেকাংশ হবে। আর অবশিষ্ট অর্ধেকাংশে তোমরা ওদের শরীক হবে।" (আহমাদ ৯০৮০নং)

উক্ত হাদীসের সমর্থন করে আরো একটি হাদীস। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ)).

"জান্নাতবাসীদের ১২০ কাতার হবে। তার মধ্যে ৮০ কাতার হবে

এই উম্মত হতে এবং ৪০ কাতার হবে সকল উম্মত হতে।”
(আহমাদ ২২৯৯০, ২৩০৫২, ২৩১১১, তিরমিযী ২৫৪৬, ইবনে মাজাহ ৪২৮৯, হাকেম ২৭৩, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, বায্যার, ইবনে আবী শাইবাহ)

আল্লাহু আকবার! আল-হামদু লিল্লাহ! কী সৌভাগ্য তাদের, যারা শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসারী হতে পারার তওফীক লাভ করেছে!

যারা শেষনবী ﷺ-এর যুগ পেয়েছে, কিন্তু নাস্তিক, কাফের, মুশরিক বা মুনাফিক থেকে গেছে, তারা কোনদিন জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ লাভ করবে না। বাকী যারা তওহীদবাদী ফাসেক-ফাজের থাকবে, তারা তাদের পাপের শাস্তি ভোগার জন্য জাহান্নামে গেলেও তওহীদের গুণে একদিন না একদিন জান্নাত যাওয়ার অধিকার লাভ করবে।

পরিশিষ্ট

আমাদের কর্তব্য

এতক্ষণ আমরা উম্মতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমাদের কর্তব্য কী?

(এক) আমরা যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উম্মত হতে পেরেছি, তাদের আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। যেহেতু এমন বিশাল মর্যাদা মহান আল্লাহর বিশেষ তওফীক ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। এটা এমন একটি অনুগ্রহ, যাতে কোন মানুষের কেবল ইচ্ছাশক্তিই কাজ করে এবং তাই যথেষ্ট, তা নয়। অনেক সময় কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ ক’রে এই বৈশিষ্ট্যমন্ডিত মর্যাদা অর্জন করতে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু কেবল নামকে-ওয়াস্তে মুসলিম হলেই সেই মর্যাদা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ চাইলে তবেই অভীষ্ট মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করার জন্য মানুষ পদক্ষেপ করে। তিনি বলেছেন,

{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٨) سورة القصص

“তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে ওদের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।” (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬৮)

মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ} (٦٦) سورة الزمر

“বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদত (দাসত্ব) কর এবং কৃতজ্ঞদের

দলভুক্ত হও।” (যুমার ঃ ৬৬)

তিনি দাঊদ নবী ﷺ-এর বংশধরকে সম্বোধন ক’রে বলেছেন,

{اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ} (١٣) سورة سبأ

‘হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করতে থাক। আমার দাসদের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্পই।’ (সাবা’ ঃ ১৩)

তাই সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার একটা দাবী এটাও যে, মানুষ কৃতজ্ঞ হবে নিজ প্রতিপালকের প্রতি। পরন্তু কৃতজ্ঞ হলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়। দাতার প্রশংসা করলে, দানের পরিমাণ বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে কৃতঘ্ন হলে সম্পদ বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হলে দান বন্ধ হয়ে যায়। অনুগ্রহকর্তা মহান আল্লাহর ঘোষণা হল,

{لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (٧) سورة إبراهيم

“তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” (ইব্রাহীম ঃ ৭)

না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে মহান স্রষ্টা কারো সম্পদ ধ্বংস করেন না। কেউ গুণবান হলে, তিনিও গুণগ্রাহী হন। কৃতজ্ঞতার বিনিময় দান করেন তিনি। তিনি বলেছেন,

{مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} (١٤٧)

“তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ।” (নিসা ঃ ১৪৭)

কিন্তু শুকরিয়া আদায় করা বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মানে শুধু মুখে ‘আল-হামদু লিল্লাহ অশ্-শুকরু লিল্লাহ’ বলাই যথেষ্ট নয়, যথেষ্ট নয় মুখে ‘আই এম এ মুসলিম’ বলে গর্ব করা। বরং তার জন্য অতিরিক্ত

কিছু কাজ করতে হয়।

জ্ঞাতব্য যে, কৃতজ্ঞতা করা হয় পাঁচভাবে;

(১) দাতার দানের কথা স্বীকার করে,

(২) সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করে,

(৩) দাতার প্রতি বিনয়ী হয়ে,

(৪) তাঁর প্রতি মহব্বত রেখে এবং

(৫) দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে দেওয়া জিনিস ব্যয় করে।

সুতরাং উম্মতের উচিত, মহান আল্লাহর এই দানের কথা স্বীকার করা। তিনিই দান করেছেন উম্মতে মুহাম্মাদী হওয়ার এই বিশাল মর্যাদা।

উম্মতে মুহাম্মাদী সকল উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, সে কথা মানুষের কাছে প্রচার করা উচিত। এর ফলে হয়তো-বা কোন হতভাগ্য তার সৌভাগ্য ফিরে পেতে পারে। এই উম্মতের কাতারে শামিল হওয়ার বিশাল গৌরব লাভ করতে পারে।

মহান করুণাময় এই মহাদান দিয়েছেন, সুতরাং মহাদাতার প্রতি বিনয়ী হওয়া, এটাই তো স্বাভাবিক। ‘প্রতি দানই প্রতিদান চায়’---এ কথা মাথায় রেখে তাঁর কাছে ছোট হতে হয়। দানশীল দাতার প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

আর যে যাকে ভালোবাসে, সে কি তার অবাধ্যাচরণ করতে পারে? যে যাকে দান দেয়, সে কি তার বিরোধিতা করতে পারে? যে যাকে মর্যাদা দান করে, সে তাকে কি কোনও ভাবে অসম্মান করতে পারে? তাহলে তো তা কৃতঘ্নতা ও নেমকহারামি হবে।

বলা বাহুল্য, মহাদাতার আনুগত্য করতে হবে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে তাঁর দেওয়া জিনিস ব্যয় করতে হবে। যে বিশাল মর্যাদা তিনি দিয়েছেন, সে মর্যাদা প্রাণপণ চেষ্টার সাথে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

মহান আল্লাহর প্রতি সঠিক ঈমান রেখে নেক আমল করতে হবে।

তাঁর নিষিদ্ধ সকল জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে।

তাঁর পথে সংগ্রাম করতে হবে।

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করার দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মহাদাতার দান নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধাচরণে লজ্জা করতে হবে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

((اسْتَحْيُوا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)).

"তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।"

সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো---আলহামদু লিল্লাহ---আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।' তিনি বললেন,

لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)).

"না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।" *(আহমাদ*

৩৬৭১, তিরমিযী ২৪৫৮, সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)

দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য করা যাবে না, তেমনি দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বিদআত রচনা করা ও রচিত বিদআত পালন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেহেতু প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামের পথ।

উম্মতের প্রয়োজন হল সকল পাপ থেকে দূরে থাকা। বিশেষ ক'রে সেই সকল পাপ যা সহজে মাফ হয় না।

যেমন শির্কের পাপ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। *(নিসা ঃ ৪৮)*

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(নিসা ঃ ১১৬)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا

مُتَعَمِّدًا ».

"যে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে মারা যায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করে, সে ব্যক্তির পাপ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তির পাপকে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন।" *(আহমাদ ১৬৯০৭, নাসাঈ ৩৯৮৪, হাকেম ৮০৩১-৮০৩২, আবূ দাউদ ৪২৭২নং আবূ দারদা হতে, সহীহুল জামে' ৪৫২৪নং)*

শুধু মুসলিম হত্যাই নয়, অমুসলিম হত্যা করাও যে সহজ পাপ নয়, সে ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)).

"যে ব্যক্তি কোন (মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী) যিম্মী (অথবা সন্ধিচুক্তির পর বিপক্ষের কাউকে) হত্যা করবে সে ব্যক্তি বেহেশ্তের সুবাসও পাবে না। অথচ তার সুবাস ৪০ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(বুখারী ৩১৬৬, ৬৯১৪, ইবনে মাজাহ ২৬৮৬নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ))، ثُمَّ قَرَأَ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} البقرة ٢٧٥

"তুমি অমার্জনীয় অপরাধ থেকে দূরে থাক ঃ গনীমতের মালে খিয়ানত করা (থেকে দূরে থাক)। কারণ যে ব্যক্তি খিয়ানত করবে, সে তা কিয়ামতে নিয়ে উপস্থিত হবে। আর সূদ খাওয়া (থেকে দূরে থাক)। কারণ যে ব্যক্তি সূদ খাবে, সে সেই ব্যক্তির মতো কিয়ামতে দন্ডায়মান

হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে।"

অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, (যার অর্থ,) "যারা সূদ খায় তারা (কিয়ামতে) সেই ব্যক্তির মত দন্ডায়মান হবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ক'রে দিয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৭৫, ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৫৩৭, সিঃ সহীহাহ ৩৩১৩নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)).

"আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ করে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ করে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, 'হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।'

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস করে ফেলে।" *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম ৭৬৭৬নং)*

উম্মতে মুহাম্মাদীর যে গুণ নয়, তা বর্জন করতে হবে, তবেই উম্মতী হওয়ার সেই বিশাল মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে। আপোসে ফির্কাবাজি, দলাদলি ও গৃহদ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া যাবে না।

একটা মসলা মনের খেলাপ হল, বাস্ আলাদা দল গঠনের জল্পনা।

নেতৃত্ব খোওয়া গেল, বাস্ আলাদা দল গঠনের পরিকল্পনা।

নিজের স্বার্থে কোন আঘাত লাগল, বাস্ দলত্যাগ ক'রে বিরোধীর ভূমিকা পালন।

শুধু তাই নয়, গালাগালি, কাদা ছোড়াছুড়ি! বর্তমান আধুনিক বিশ্বের প্রচার মাধ্যমে 'ঘরে বসে রাজার মাকে গালি দেওয়া সহজ', তাই অপবাদ ও গালি দিয়ে আপোসের ঐক্যের মহলে চির ধরানো উম্মতীর গুণ হতে পারে না।

উম্মতীর হবে সুন্দর চরিত্র, সকলের জন্য। অনুদার ও অসভ্য আচরণ উম্মতীর হতে পারে না। যে উম্মতী আল্লাহর জন্য জীবন দিতে পারে, সে উম্মতীর ধৈর্য রাখাও আবশ্যক। আমার কোন অসমীচীন আচরণের জন্য যেন আমার দ্বীনের পুষ্পোদ্যান পিষ্ট, কলঙ্কিত বা কলুষিত না হয়, সে খেয়াল রাখা প্রত্যেক মর্যাদাবান উম্মতীর কর্তব্য।

যে খুব দৌড়তে জানে, তাকে কোথায় থামতে হয়, তাও জানা দরকার, নচেৎ সে উম্মতীর মর্যাদা হারিয়ে যাবে। সে নিজে বিপদে পড়বে এবং অপরকেও বিপদে ফেলবে।

সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত ভালোবাসবে, ভালোবাসবে আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে। ভালোবাসবে সাহাবায়ে কিরাম ও সলফে সালেহীনকে, ভালোবাসবে উম্মতের আলেম-উলামাকে।

মোট কথা দ্বীনের সকল আদর্শে আদর্শবান হবে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত।

পক্ষান্তরে যারা এ পর্যন্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আছে, শ্রেষ্ঠত্বে মর্যাদার বাইরে আছে, তাদের কর্তব্য এই মর্যাদা অর্জন করা, তাদের এই উম্মতে পুরোপুরিভাবে শামিল হয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

আর আল্লাহই তওফীকদাতা।

সমাপ্ত